CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্ভেজাল
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 November 2021 ■ আগরতলা ৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৯ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয়কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে আগরতলায় পৌঁছল স্বর্নিম বিজয় মশাল। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে এসে পৌঁছল স্বর্নিম বিজয় মশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে ত্রিপুরায় এসে পৌঁছালো স্বর্নিম বিজয় মশাল। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয়কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে ২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এক বছর ব্যাপী নানান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তারই প্রতীক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লিতে স্বর্নিম বিজয় মশাল জ্বালিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন। ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল শাশ্বত মশাল থেকে চারটি বিজয় মশাল জালানো হয়। সেগুলি ১৯৭১-এর যুদ্ধে পরম বীর চক্র, মহাবীর চক্র বিজেতাদের জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈনিকরা আগরতলা শহরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়েছিল। কিন্তু মরণোত্তর পরমবীর চক্র সম্মানে ভূষিত ল্যান্স নায়েক এলবার্ট এক্কার সাহসী পদক্ষেপে আগরতলা শহর রক্ষা পেয়েছিল। আগরতলার মানুষ তখন ভারতীয় সৈনিকদের শত্রু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকেও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক স্বর্নিম বিজয় মশাল দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে শুক্রবার ত্রিপুরায় এসে পৌঁছায়। রাজধানীর ডন বসকো স্কুল সংলগ্ন স্থান থেকে জিওসি দীপা কর্মকার এই স্বর্নিম বিজয় মশালকে শালবাগান মিলিটারি স্টেশনে নিয়ে যান। ৫৭ মাউন্টেইন আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নিলেশ চৌধুরী আগরতলার শালবাগানের মিলিটারি স্টেশনে

পূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর প্রচার মামলায় গ্রেফতার ৮, টুইটারের কাছে তথ্য চাইল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং ঘৃণা ছড়ানোর কাজে লিপ্তদের জালে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। টুইটার-কে নোটিস পাঠিয়ে প্রায় ৭০ জনের একাউন্ট ব্লক এবং তাঁদের সমস্ত তথ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি।

প্রসঙ্গত, মসজিদে অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুরের ভুয়ো খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনাকে পর্দার আড়ালে রেখে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই ওই সমস্ত ভিডিও ভাইরাল করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা, পুলিশের তদন্তে তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্গা মূর্তি ও মন্ডপ ভাঙ্গার পর হিন্দুদের উপর লাগাতর হামলায় ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকেই ত্রিপুরায় সামান্য উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ওই ঘটনাকে রঙ লাগিয়ে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে বিশ্বের দরবারে পেশ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশ তদন্তে নেমে ওই সমস্ত টুইটার ব্যবহারকারীদের তালিকা তৈরী করেছে। কারণ, টুইটার থেকেই অধিকাংশ ঘৃণা ভরা বার্তা ছড়ানো হয়েছে। পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি টুইটার-কে সিআরপিসি ৯১ ধারায় নোটিস পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি ওই টুইটার ব্যবহারকারীদের তালিকা তুলে ধরে তাঁদের সমস্ত তথ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন। শুধু তাই, তাঁদের একাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে টুইটার কয়েকটি একাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। হিন্দুস্থান এদিকে, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো এবং সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর প্রচারের অপরাধে পুলিশ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাঁরা বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ভগ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বহিরাজ্যের বাসিন্দা রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩ নভেম্বর দিল্লি থেকে তেহরিক ফার্গুহ-ই-ইসলাম সংগঠনের চারজন সদস্য পানিসাগরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান স্যালুটে চিরবিদায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স) : ঘড়ির কাঁটায় ঠিক বিকেল ৪টে ২৫। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নশ্বর দেহ। তিল ধারনের জায়গা নেই গোটা চত্বরে। গান স্যালুটে সম্মান জানালো হল রাজ্যের প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে।

এ যেন একটা যুগের অবসান। সত্তর দশকের যারা চুটিয়ে রাজনীতি করেছেন তাঁদের অনেকেই বিদায় নিয়েছেন। সেই তালিকা দীর্ঘ-শ্যামল চক্রবর্তী, গনিখান চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সোমেন মিত্র। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন সুব্রত।

শুক্রবার সকাল থেকেই রবীন্দ্র ভবনে ভিড় জমিয়েছিলেন সুব্রতর অনুরাগীরা। সকাল ১০টার সময় পিস ওয়ার্ল থেকে রবীন্দ্র সদনে নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিছিলে ও বাড়িঘরে হামলার অভিযোগ
আনল তৃণমূল, আমরা দায়ী নই, বিজেপি বিজেপি

নিগম, পুর ও নগর নির্বাচনে ৩৩৪ আসনে ৮২১ প্রার্থী বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রাজ্যে পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট আটটি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ফলে, ৩৩৪টি আসনে ৮২১টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য অনুসারে বিজেপির ২টি, সিপিএমের ২টি, তৃণমূল কংগ্রেসের ১টি, কংগ্রেসের ১টি এবং অন্যান্য ২টি মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। তাতে বিজেপি ৩৩৪টি, সিপিএমের ২১২টি, তৃণমূল কংগ্রেসের ১২৪টি, কংগ্রেসের ১০০টি, নির্দলীয় ৩২টি, সিপিআই ৬টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ৫টি, আরএসপি ২টি এবং অন্যান্য ৬টি মনোনয়ন বৈধ বলে কমিশন জানিয়েছে। আগামী ৮ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ।

রাজ্যে পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত হয়েছে গত তিন নভেম্বর। বিজেপি চারটি পুর পরিষদ এবং একটি নগর পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে। এদিকে, বুধবার শেষ বেলায় তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে ৫১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। অবশ্য প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে একপ্রকার নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। কারণ, প্রথমে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পর তৃণমূল পুনরায় সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে গত রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কার কার্যত চুপসে গিয়েছে। কারণ, পুর ও নগর নির্বাচনে ত্রিপুরায় ৩৩৪টি আসনে তৃণমূল সাকুল্যে ১২৫ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। অবশ্য বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দলই সবকয়টি আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ঘোষণা হবে ভোটের ফলাফল। ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম ছাড়া ৬টি নগর পঞ্চায়েত এবং ১৩টি পুর পরিষদ রয়েছে। এবারের ভোটে নির্দল ও অন্যান্য প্রার্থী সহ ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশে সবার আগে চমক দিয়েছে বামফ্রন্ট। কিন্তু সিংহ গর্জন শুরু করেও মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী বামেরা মাত্র ২২৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী খুঁজে পেয়েছে। শতবর্ষ প্রাচীন জাতীয় দল কংগ্রেসের অবস্থাও একই। তাঁরা টেনেটুনে ১০১ আসনের মধ্যে সীমিত রয়েছে। এদিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সবকয়টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে গলা ফাটালেও আখেরে মাত্র ১২৫টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা দেখে স্পষ্ট, শুধু মাত্র আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনেই তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। এছাড়া নগর পঞ্চায়েত এবং পুর পরিষদ নির্বাচনে তাঁরা তেমন প্রভাব দেখাতে পারেনি। বিরোধীরা অবশ্য ইতিমধ্যেই শাসক দলের রক্তচক্ষুর অভিযোগ এনে সুর চড়িয়েছেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরা সরকারের চার মন্ত্রীর দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। রানিরবাজার, মোহনপুর এবং উদয়পুর পুর পরিষদ এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ওই এলাকার চার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার চার সদস্য সুশান্ত চৌধুরী, রতনলাল নাথ, প্রণজিত সিংহরায় এবং মনোজকান্তি দেবকে নিশানা করেছেন তাঁরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীদের বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের সমর্থিত দুষ্কৃতী মনোনয়ন জমা দিতে দেয়নি। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের বাইরে ঘেরাও করে রেখেছিল তাঁরা। তাই তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। একই অভিযোগ এনে তিপ্রা মথার সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। তবে, বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ ফুতকারে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির দাবি, প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বিরোধীরা। তাঁর দায় শাসক দলের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। রহিমপুর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাএছাত্রীরা শিক্ষক সঞ্জিত দেবনাথকে বদলি করার প্রতিবাদে স্কুল গেইটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং স্কুল গেটের সামনে বক্সনগর টু রহিমপুর সড়ক অবরোধ করে।

রহিমপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রতিবাদে স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। তারা স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বক্সনগর রহিমপুর সড়ক অবরোধ করে।

স্কুলের ছাএছাত্রীদের দাবি তাদের শিক্ষক সঞ্জিত দেবনাথ পিওর সাইন্স এর এক জন ভালো শিক্ষক ছিলেন।তাকে এই স্কুলে রাখতে হবে। না হলে তারা স্কুল গেইটের তালা খুলবো না। রাস্তা অবরোধ করে রাখবে। অবরোধের ফলে দু পাশে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারন করে। প্রসঙ্গত, প্রায়ই শিক্ষক বদলী নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্কুলে তালা দেয়া হচ্ছে। ফলে স্কুলের পঠন পাঠন লাটে উঠছে।

গজারিয়ায় স্বামীর বর্বরোচিত নির্যাতনে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। স্বামীর মারধোরে রক্তাক্ত স্ত্রী। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকায় স্বামীর মারধোরে রক্তাক্ত স্ত্রী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকাল ৬..৩০ নাগাদ স্বামী রফিজ মিয়া মদমত্ত অবস্থায় স্ত্রী নাসিমা আক্তারের উপর লাঠি এবং দা দিয়ে মারধোর করে বলে অভিযোগ স্ত্রী নাসিমা আক্তারের। জানা যায় ,রফিজ মিয়া প্রতিনিয়ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। অপরদিকে জানা যায়, স্ত্রী নাসিমা আক্তার সংসারের জন্য কোন কিছু খরচ আনার জন্য যদি বলে এবং পুত্র সন্তানের পড়াশোনার খরচ দেওয়ার কথা বললেই স্বামী রফিজ মিয়া লাঠি এবং দা দিয়ে আক্রমণ চালায়।

তেমনি শুক্রবার সকাল ৬.৩০ নাগাদ নাসিমা আক্তার স্বামী রফিজ মিয়াকে সংসারের খরচ আনার জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় হাসপাতালে পরিষেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক নার্স ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সবকিছু জেনেশুনেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে দূর্ঘটনা গ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসে রোগীর পরিবার পরিজনরা।

কিন্তু বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ওপিডি ওয়ার্ডের ড্রেসিংরুম অপরিষ্কার থাকার কারণে ড্রেসিং করাতে পারছে না স্বাস্থ্য কর্মীরা। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সাফাই কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন ১৪ জন। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সাফাই কর্মী থাকা সত্যও ওপিডি ইমারজেন্সি ড্রেসিং রুমে পানের পিক সহ অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে রয়েছে ড্রেসিংরুম। এ ব্যাপারে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা এস ডি এম ও জ্যোতির্ময় দাসের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি জানান এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানান বেশ কিছু রোগী ও তাদের পরিবারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যবসায়ীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র উত্তেজনা কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ নভেম্বর।। দীপাবলী উপলক্ষে গ্রামীণ এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া মেলা চত্বর থেকে নিখোঁজ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে সংলগ্ন এলাকায়। প্রতিবছরের মতো এবছরও কল্যাণপুর থানা এলাকার উপজাতি অধ্যুষিত পাগলাবাড়ি এডিসি ভিলেজের তুইচারপাক গ্রামে বনেশ্বরী দেবীর আরাধনায় বিশেষ পূজা ও মেলা আয়োজন করে স্থানীয় মানুষ।

সন্নিহিত বিভিন্ন এলাকার জাতি উপজাতি ও বয়সের মানুষের ভিড় জমায়। মেলার নির্ধারিত দিনের আগে থেকেই দূর-দূরান্ত থেকেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়। এবছরও দীপাবলীর দিনে অনুষ্ঠিত হওয়া পূজা ও মেলা আগের দিনে অর্থাৎ বুধবারে মেলা চত্বরে হাজির হয় কল্যাণপুর থানা এলাকারই লক্ষীনারায়নপুর নবকুমার পাড়ার বাসিন্দা ফিরোজ দেববর্মা , বয়স চল্লিশ। পেশায় খাবার টিফিনের দোকানদার।

কিন্তু মেলা চত্বর থেকেই বুধবারে নিখোঁজ হয় ফিরোজ। বৃহস্পতিবার পরিবারের লোকজন সমস্ত বিষয় কল্যাণপুর থানার পুলিশকে জানিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। শুক্রবার সাতসকালেই মেলা চত্বরের পাশেই একটি জলাশয় থেকে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরোজ দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যানপুর থানার পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ জলাশয় থেকে তুলে তদন্তকাজ শুরু করেন। যতটুকু খবর পুলিশ ঘটনাস্থলে পুলিশ কুকুরসহ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের তলব করেছে। গোটা ঘটনায় সন্নিহিত এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড বলে মনে করা হচ্ছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য হ্রাস, কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের, বলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য হ্রাসে এভাবেই প্রশংসা করলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের উপর বোঝা বাড়ছিল। দীপাবলির আগে কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীকে পেট্রোল ও ডিজেলে আবগারি শুল্ক কমিয়ে উপহার ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যও পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে পেট্রোলে বার টাকা এবং ডিজেলে সতের টাকা কমেছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা কমবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার আয়ের উৎস খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতি সত্বেও কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য হ্রাসে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ত্রিপুরা সরকার অতীতেও নিয়েছে। করোনাকালে একহাজার টাকা মূল্যের খাদ্য সামগ্রী জনগণের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরা সরকারের ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

এদিকে, কেদারনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই উপলক্ষে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশে বিজেপি শাসিত রাজ্যে পূজা আরতি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় আটটি স্থানে এই আয়োজন করা হয়েছে। তাতে, উদয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাব্রুমে কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল ও বিধায়ক শংকর রায়, মেলাঘরে কেন্দ্রীয় ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও বিধায়ক সুভাষ দাস, আগরতলায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ও বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং শিবালয়ে প্রাক্তন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস ও বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা, তেলিয়ামুড়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন ও মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, আমবাসায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, ঊনকোটিতে বিধায়ক সুধাংশু দাস এবং ধর্মনগরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাস ও উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অংশ নিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলায় জগন্নাথ মন্দিরে অন্নকুট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩০ ◘ ৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ◘ ১৯ কার্ত্তিক ◘ শনিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গণতান্ত্রিক অধিকার

আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা সরকার ও প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম শর্ত হলো জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সহ যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করা। সংবিধানে এসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। যেখানে অধিকার লঙ্ঘিত হইবে সেখানেই প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দায়িত্ব দিয়াছে সংবিধান। যখনই সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় তখনই দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। নির্বাচন দশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত পরিবার অন্যতম উপায়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে কোনোভাবেই ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। ইহাতে কোন ধরনের বিঘ্ন ঘটিলে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতে বাধ্য।স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারত বর্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সবচেয়ে অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বিরোধের কারণে দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নানা সময়ে প্রশ্নচিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষ। মানুষের কল্যাণ। কোন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে, তাহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। মতের বিভিন্নতা হেতু কোনও দেশ গণতন্ত্রে আস্থা
রাখিয়াছে, কোনও দেশ গ্রহণ করিয়াছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা কমিউনিজম। রাজতন্ত্রও বহাল রহিয়াছে কিছু দেশে। তবে বেশিরভাগ রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক মাত্র, মানুষের দাবি মানিয়া সেসব দেশ আগেই উত্তীর্ণ হইয়াছে গণতন্ত্রে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমনই হোক, সব দেশ পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সংবিধান অনুসারে। সংবিধান অনুসারে ভারত হইল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র যাহার অলঙ্কার। রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছে এদেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রদানের। রাষ্ট্র মানিয়া নিয়াছে সব নাগরিকের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা। নাগরিকদের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি করিবারও অঙ্গীকার রহিয়াছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে সৌভ্রাতৃত্বের উপর। প্রস্তাবনায় পরিষ্কার করা হইয়াছে সৌভ্রাত্ব এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে তাহাতে একদিকে যেমন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে অন্যদিকে সুনিশ্চয় হইবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। সংবিধান নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভারত গ্রহণ করিয়াছে সংসদীয় গণতন্ত্রকে। আমাদের দেশ শুধু আয়তনে বিশাল নয়, আঞ্চলিক বৈচিত্রেও অনন্য। আঞ্চলিক বিচিত্রতার সঙ্গে সংগত করিয়াছে বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। এই বৈচিত্রেরই ফসল বহু রাজনৈতিক দল। ভারতের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াও দলগুলি নিজ নিজ আদর্শে লালিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এমন নিদর্শন বিরল। এইভাবেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে উজ্জ্বল। গণতন্ত্র হইল একটি সংস্কৃতির নাম। নিরন্তর অনুশীলনের ভিতর দিয়া গণতন্ত্র সাবালক ও সাফল্যের পথে এগোয়। এই উপলব্ধির ভিতরেই রহিয়াছে আর-একটি সত্যভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা অনেক, রহিয়াছে অনেক ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি। নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের স্বাদ আরও বেশি পরিমাণে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সুযোগ রহিয়ছে। তাহার জন্যে প্রয়োজন ইতিবাচক সংস্কার। অধিক গণতন্ত্রের পথে ওই কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের হাতিয়ার হইল মুক্ত মন। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য রাজনীতি না করিয়া জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান তাহা দেশের কল্যাণে অহিতকর। রাজনীতির নামে ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। দেশের গণতন্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে আরো সাবলীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা দেশের জনগণ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই ভোটাধিকার পরিবার মধ্য দিয়া দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে প্রত্যেক জনগণের প্রত্যাশা থাকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাহারা কাজ করিবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল পরিবার চেষ্টা চালাইতেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।দেশের গণতন্ত্রকে সম্বৃদ্ধ করিতে এবং দেশের সার্বিক কল্যাণে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের আরো গভীর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করিবার মধ্য দিয়েই দেশের গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এজন্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে ঠিক তেমনি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যথাসময়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলেই দেশের গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকিবে।

আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই“ : প্রাক্তন উপাচার্য ড প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : “আজকাল রাজনীতিতে কুকথা, অশালীনতার যুগ। সেই হিসেবে অনেক সভ্য, ভদ্র মানুষ ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কখনো খারাপ কিছু তাঁর থেকে শোনা যায়নি। রাজনীতি যাই করুন, আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই।” শুক্রবার স্মৃতিচারণে এই মন্তব্য করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ। প্রদীপবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “আমাদের ছাত্র অবস্থায় ছাত্র ইউনিয়ন ছিল বামপন্থীদের আয়ত্তে। কিন্তু শেষে শোনা গেল প্রিয়, সুব্রতর নেতৃত্বে ছাত্র পরিষদের উত্থানের কথা। অধ্যাপক সত্যেন সেন তখন উপাচার্য। ছাত্র পরিষদের আন্দোলন বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। সে সময়ে শুনেছি, আন্দোলন শুরুর আগে সুব্রত মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সেনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলতেন, আজকের আন্দোলনে যদি কিছু সমস্যা হয় তার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন।“আমার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। ১৯৭৪ সালে কলকাতায় প্রথম দূরদর্শন প্রচার শুরু হল। তখন তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প হলেও তাঁর অনেকটা অবদান ছিল। ২০১১ সালে মন্ত্রী হবার পর কলকাতায় একটা পরিবেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। তার আগে আমাকে একদিন ফোন করে বললেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এই বিষয়ে কিছু বাধা সৃষ্টি করছেন। সে বিষয়ে আমার সাহায্য চাইলেন। আমি সেই অনেক দিন আগে অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপককে ডেকে বললাম। তাঁর অনেক অভিযোগ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে। তবু আমার অনুরোধে তিনি সব মেনে নেন। মন্ত্রী এজন্য পরে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।“

বঙ্গে শীতের কাউন্টডাউন শুরু আরও নামল তাপমাত্রার পারদ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : বঙ্গে শীতের কাউন্টডাউন শুরু। আরও নামল তাপমাত্রার পারদ। শুক্রবার রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে রাজ্যে ঠান্ডা হাওয়া প্রবেশ করতে শুরু করেছে। রাত ও ভোরের দিকে ঠান্ডা আমেজ। বইছে শিরশিরানি হাওয়াও। যদিও বেলা বাড়তেই ফের কিছুটা গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার নীচে থাকায় বাড়বে শীতের আমেজ।পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে ৮ ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা নেমেছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

পরবর্তী প্রজন্মের ইন্টারনেট ‘মেটাভার্স’

প্রবীর মজুমদার

কোভিড মহামারীর সময় আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। জীবিকা থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, সবক্ষেত্রেই এসেছে কৌশলগত পরিবর্তন। সংক্রমণ ঠোকাতে সামাজিক দূরত্বকে কঠোর ভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। ঘরে বসে চলেছে শিক্ষার্থীদের অনলাইন লেখাপড়া চিকিৎসা সেবা ও অনলাইনে দিয়েছেন ডাক্তাররা। বাড়ি থেকে অফিসের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনাও দিয়েছে বিভিন্নি প্রতিষ্ঠান। জীবনযাত্রার এসব পরিবর্তন কিছু অসুবিধার পাশাপাশি সুবিধার বিশাল দরজাও খুলে দিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তুতি, রাস্তায় চলাচলের বিড়ম্বনাতো রয়েছেই। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাও পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি চিন্তা করলেই ধারণা করা যায় কী পরিমাণ জাগতিক শক্তি এসবের জন্য প্রয়োজন। এখন অন্যভাবে চিন্তা করুণ, এসবই যদি ভার্চুয়ালি করা যায়, তবে তা কেমন হবে?

মনে বিদ্যালয়, অফিস আদালত, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর হাট বাজার মার্কেট সব ডিজিটাল ইটকাঠের তৈরি ভার্চুয়াল জগতেই অবস্থিত। আপনিও এই ভার্চুয়ালজগতে বিচরণ সহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। কিন্তু বাস্তবিক অস্তিত্বের পরিবর্তে তা হবে আপনার ভার্চুয়াল অবতারের মাধ্যমে।

ধারণাটি কিন্তু একেবারেই নতুন নয়। যারা বিডিও গেম খেলে তাদের কাছে ভার্চুয়াল বিয়্যালিটি অনেক আগে থেকেই পরিচিত। বর্তমান বিশ্বব্যাপী বাস্তবতায় এই ভার্চুয়ালিটিকে কাজে লাগিয়ে খ্যতনামা সব সফট ওয়্যার প্রতিষ্ঠান সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের সেবা সমুহে নতুন ধারণার পুনর্বিন্যাস করেছে। এই নতুন ধারণার একটি হচ্ছে ‘মেটাভাস’।

মেটা এবং ‘ভাস’ একত্রে মিলিয়ে হয়েছে ‘মেটাভার্স’। যার অর্থ

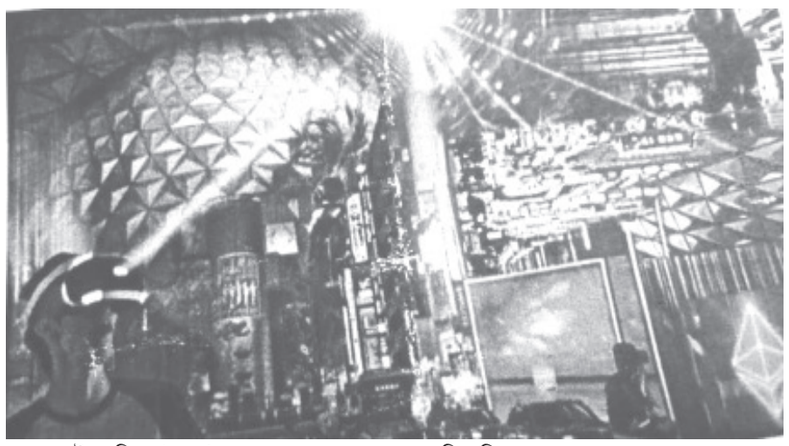

যথাক্রমে ইংরেজিতে ‘বয়ন্ড’ এবং ইউনিভার্স শব্দের শেষের অংশ ‘ভার্স’। ‘মেটাভার্স’কে বাংলায় বল যায় অতিলোক বা অতিজগৎ । মেটাভার্স’কে অনেকে আবার ইন্টারনেটেরই পরবর্তী সংস্কারণ বলছে। এমন এক বিশ্বের কথা ভেবে দেখুন যেখানে একটি কোম্পানি তাদের নতুন মডেলের একটি গাড়ি তৈরি করার পর সেটা অনলাইনে বাজারে ছেড়ে দিল এবং একজন ক্রেতা হিসেবে আপনি বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে গাড়িটি চালিয়ে দেখতে পারলেন। অথবা ঘরে বসে অনলাইনে শপিং করার সময় একটি পোশাক পছন্দ হলো। ওই পোশাকের একটি ডিজিটাল সংস্করণ গায়ে দিয়ে দেখার পরই আপনি জামাটি কেনার জন্য অর্ডার দিলেন। বিষয়ট হয়তো বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত সাইফাইমুভির মতো মনে হচ্ছে। ঠিক আমাদের ছোটবেলায় যাদুকর ম্যানড্রেক কমিকসে, পঁচাত্তার হাজার নক্ষত্রপুঞ্জের অধীশ্বর সম্রাট ম্যাগলানের রাত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপণের মাধ্যমে পৃথিবীতে যাদুকর ম্যানড্রেকের সঙ্গে দেখা করতে আসা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন আর সেটা কল্পনার পর্যায়ে থাকছে না। এরকম এক প্রযুক্তি তৈরির কাজই তো শুরু করে হয়ে গেছে । এই প্রযুক্তির ফলে অনলাইনের ভাচুর্য়াল জগৎ কেমনে হবে সত্যিকারের বাস্তব পৃথিবীর মতো।

ধরা যাক, ফেসবুকে আপনার একজন বন্ধু উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া অপূর্ব কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। ফেসবুক দেখার সময় এই প্রযুক্তির কারণে মনে হবে, আপনিও সেখানে উপস্থিত আছেন। আর যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব ঘটবে, তার নাম মেটাভার্স। ফেসবুকের প্রধান মার্ক জাকারবার্গা বলেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান আগমী কয়েক বছরের মধ্য মেটাভার্স প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বাল হচ্ছে, মেটাবার্সই -এর জন্য কোম্পানির নাম বদল করছে ফেসবুক।

প্রযুক্তিবিদরা বলছেন, মেটাভার্সের কারণেই ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগৎকে মনে হবে বাস্তব জগতের মতো যেখানে মানুষের যোগাযোগ হবে বহুমাত্রিক। মেটাভার্স প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনি কোনও কিছু শুধু দেখতেই পাবেন না, তাতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেও সক্ষম হবেন।

একটা থ্রি-ডি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড বলতে পারেন। স্ক্রিনে এখনকার বেশির ভাগ স্পেস হচ্ছে টু-ডি বা দ্বিমাত্রিক। কিন্তু সেটা মেটাভার্স জগতে আমাদের অভিজ্ঞ হবে থ্রি ডি'র মতো। টেলিফোন কারও সঙ্গে কথা বললে মনে হবে সামনা সামনি আলাপ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে মেটাভার্স প্রযুক্তিকে আপাতত ভার্চুযাল রিয়েলিটি বা ভিআর এর কোনও সংস্কারণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটা আসলে তার চেয়েও অনেক বেশি। প্রযুক্তিবিদদের মতে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সঙ্গে মেটাভার্সের তুলনা আজকের দিনের স্মার্ট ফোনে সঙ্গে আশির দশকের মোবাইল ফোনের তুলনা করা মতো। বর্তমানে ভিআর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনলাইন গেমিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু মেটাভার্শের ব্যবহার হবে সকল বিষয়ে অফিসের কাত থেকে শুরু করে খেলা, কনসার্ট , সিনেমা, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার বেলাতেও। আধুনিক সংস্করণ মেটাভার্স-এ ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহাত কিন্তু উপাদান থাকবে। যেমন ভিডিও কনফারেন্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি, ই-মেল, সোশ্যালমিডিয়া, সরাসরি সম্প্রচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি প্রতিনিয়তই বিকশিত হচ্ছে। প্রযুক্তিবিদরা মনে করেন, এই ক্রমবিকাশই ইন্টারনেটকে মেটাভার্স-র পরিবর্তন করবে। মেটাভার্স এ আরও থাকবে বব্যহারকারী এবং যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ, কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেন, কম্পিউটারভিনশন, এখক্লাইড কম্পিউটিং এবং মোহাইল নেটওয়ার্ক। মেটাভার্সের এই উপাদানগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও কার্যকরী বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে। এখন এর সঙ্গে ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেডারিয়্যালিটি যুক্ত করলেই ‘মেটাভার্স’ নামক বাস্তুতন্ত্রে আপনার প্রবেশ ও অবস্থান নিশ্চিত হয়ে যাবে।

বিকল্প ডিডিটাল জগতে কী কী সুযোগসুবিধা থাকছে? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, কেনাকাটা, ঘোরাফেরা ইত্যাদি সব সুবিধাই থাকছে এতে। ধরুন, একটি ওয়াশিং মেশিন কিনবেন। ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন রকম ওয়াশিং মেশিন দেখলেন। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছেন না। মেটাভার্সে এই অনলাইনের সীমাবদ্ধতা থাকবে না। কম্পিউটারে সংযুক্ত একটা চশমা পরে নিলেই চলে যাবেন ওয়াশিংমেসিনের দোকানে। বিশেষ ডিজিটাল দস্তানার মাধ্যমে স্পর্শ অনুভূতিও পেয়ে যাবেন সহজেই। এমনকি ঘ্রাণ পাওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। জামার দোকানে গিয়ে পছন্দের জমিটি পরে দেখা যাবে। কেমন লাগছে তা যাচাই করেই কেনা যাবে। এ সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে বিকল্প জগৎ মেটাভার্সে। বিশ্বের বড় সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলি মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে দিনরাত্রি কাজ করে যাচ্ছে এই প্রযুক্তির চালুর উদ্দেশে। তবে আকজালের মধ্যে মেটাভার্স তৈরি সম্ভব হবে না বলেও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এটি তৈরিতে লাগাবে আরও ১৫ থেএক ২০ বছর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মেটাভার্সকে বাস্তবিক রূপ দিতে হলে আরও বেশ খড়কুটো পোড়াতে হবে। যেমন উচ্চমাত্রার ব্যান্ড উইথ ৫জি উন্নতমানের ডিজিটাল নিরাপ্ততা ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। মেটাভার্সের কারণে ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে , তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে শেষ করা কঠিন। তবে এই প্রযুক্তি চালু হলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কাজের বাস্তুতায় কিংবা রাস্তার বিড়ম্বনা এড়িয়ে এখন সরাসরি ক্রিকেট খেলা অথবা কেনাকাটা কিংবা বাচ্চার বিনোদন আর বাদ যাবে না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পিছুটানের দড়িটি ছিঁড়তে হবে

প্রসূন যোশী

করোনা সক্রমণের মোকাবিলায় ভারত বিশ্বের সামনে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ তৈরি করেছে। সীমিত চিকিৎসা, পরিকাঠামো সত্ত্বেও ভারত এই সংকটকে সতর্কতা, বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে ভারত সরকার এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলি নাগরিকদের জন্য যে সুরক্ষাবলয় তৈরি করেছে, সেটাও যথেষ্ট প্রশংসার। কিন্তু সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় দেশের সাধারণ মানুষের কথা, যারা এই যুদ্ধে সরকারকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছে। সুবিশাল নাগরিক সমাজের এই সহযোগিতা এবং সমর্থন বিশ্বের কোথাও কল্পনা করা যায় না। জনতার এই সমর্থনের নেপথ্যে রয়েছে সরকারের প্রতি গভীর আস্থা এবং মানুষের আত্মিক শক্তি। যখনই দেশ সংকটে পড়ে, তখনই দেশের নাগরিকরা এই আত্মিক শক্তি প্রকাশ করে। কঠিন লড়াইয়ের সময় এই আত্মিক ও মানসিক শক্তি জাগ্রত হলে দেশ অজেয় হয়ে ওঠে। করোনা সংকটের সময় সেই আত্মিক শক্তির প্রকাশ ও প্রসার ঘটেছে আমাদের দেশে। আর এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাব্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। একদিকে, উনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একের পর এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে, নাগরিক মন তথা জনমানসে এই আত্মবিশ্বাস উসকে দিতে পেরেছেন, হ্যাঁ আমরাও পারি। জীবনে আশ্চর্যজনক এবং ইতিবাচক কোনও ঘটনার আশা হয়তো অনেকেরই থাকে। আর সত্যিই তো, মিরাকল ঘটে। কিন্তু তার জন্য সর্বদা ইতিবাচক ও গঠনমূলক মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। তাই কারও প্রতি বা কোনও কিছুর প্রতি আস্থাকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় তুললে হবে না। আস্থাকে সযত্নে মনের আঙিনায় ঠাঁই দিতে হয়। জানি না, হঠাৎ করে ইদানীং আমাদের দেশের বেশ কিছু লোকর কেন মনে হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের মতো শত্রুকে কেউ রুখতে পারছে না, সব দেশ মাথা নিচু করেছে যে শত্রুর সামনে, তার মোকাবিলা আমরাও করতে পারব না। তাঁরা বলছেন, আমাদের কাছে সেই শক্তি ও সামর্থ্য কোথায়, যা বিশ্বের অন্য দেশের কাছে আছে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, আমরা কি

আমাদের অপার আত্মিক শক্তির কথা ভুলে গেলাম? যে শক্তি আমরা অনন্ত থেকে পেয়েছি। যার স্রোতও অনন্ত, যার প্রতীতিও অনন্ত। এই শক্তির সম্ভাববনাও অপার অনন্ত। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একবার এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা একটি বিরাট বড় হাতিকে দেখতে পেলেন। হাতিটির সামনের একটি পা ছোট দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ব্যক্তিটি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, এত বিশাল একটি হাতির পায়ে এত ছোট একটি দড়ি কীভাবে বাঁধা রয়েছে। হাতিটি চাইলেই তো ঝটকায় দড়ি ছিঁড়ে আরামসে হাতিশালায়, সব হাতিই এরকম ছোট ছোট দড়ি দিয়ে নানা খুঁটিতে বাঁধা। মাহুত বললেন, জন্মানোর পর থেকেই এরকম ছোট ছোট দড়ি দিয়ে হাতিদের বেঁধে রাখা হত। তখন এদের এত শক্তিই ছিল না দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার। সেই শৈশব থেকেই হাতিগুলির তাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে দড়িতে বাঁধা পড়ার এবং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার। আসলে কী জানেন, কাউকে পরাধীন করতে হলে বা কাউকে নিজের অধীন বানাতে হলে আগে তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে হয়, ও আত্মশক্তি নষ্ট করতে হয়। প্রথম প্রথম হাতিগুলো চেষ্টা করত দড়ি ছিঁড়ে ফেলার। কিন্তু ওদের তো সেই শক্তি ছিল না। আমরা মানুষরা, হাতিদের এটা সাফল্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি, একটা দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ারমতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস তোমাদের নেই। ওরা সেটাকেই নিয়ত এবং অভ্যাস বলে মেনে নিয়েছে। তাই শৈশবের অভ্যাসটাকে বড়বেলাতে বজায় রেখেছে। দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছে হাতিগুলি। এখন ওরা তো দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টাটাও করে না।

এই সারসত্যটা আমাদের দেশেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে বহু মানুষ ওই হাতিদের মতোই চেষ্টাটুকও করতে রাজি নয়। তাঁরা নিজেদের কথায় ও কাজে আত্মবিশ্বাস আর খুঁজে পান না। তাই তাদের দড়ি ছিঁড়ে প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসের আগুনট্য উসকে দেওয়া খুব জরুরি। করোনা সংকটের সময় দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাসের এই জাগরণটা আমরা দেখেছি। এই সংকটের সময় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যবোধ দেখিয়েছেন, তা কোনও সাধারণ ঘটনা ছিল না। এই আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্যবোধ দেখিয়েছেন দেশের মানুষও।

লোকজন আত্মংযমী হয়ে ঘরে রয়েছেন দিনের পর দিন। স্বাস্থ্যকর্মী সহ জরুরি পরিষেবার কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন নিজেকে উপেক্ষা করে। নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কোটি কোটি মানুষ যেভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও জরুরি পরিষেবার কর্মীদের হাততালি দিয়ে সম্মান, সহমর্মিতা ও একাত্মতা দেখালেন—তা এক অভুতপূর্ব ঘটনা। এই অতল্পনীয় ঘটনাটি আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি। একসঙ্গে এত কোটি মানুষের এই প্রার্থনা, সহযোগিতা বিশ্বের আর কোনও দেশ ভাবতেই পারবে না। তাছাড়া করোনা সংকটের সময় ভারত সরকারের পদক্ষেপগুলির ভূয়সী প্রশংসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা করেছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের দেশ বিশ্বের অন্য দেশগুলির থেকে অনেকেটাই আলাদা। আজ যখন মানবসভ্যতা প্রকৃতির কোপে পড়ে চরম সংকটে, তখন কোনও দেশ যদি সৎভাবে ভারতের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টাগুলি দেখে, তাহলে এই সংকটের সমাধান বা উত্তর পেতে পারে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা কখনওই প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে শেখায়নি। আমরা, আমাদের পূর্ব পুরুষরা কখনওই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা প্রকৃতিকে হারাতে চাইনি। আমরা প্রকৃতিকে প্রামাণ করি। প্রকৃতিকে নানাভাবে ভালবাসি। প্রকৃতির আদেশকে পালন করি। আজ এই সংকটের সময় পৃথিবীর ঠিক এটাই তাই। মানুষের প্রতি কুপিত প্রকৃতি আমরা চাই না। আমরা চাই, মানুষের প্রতি দয়ালু প্রকৃতি যে প্রকৃতির আশীর্বাদে আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পাব।

ভারত হল বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশ আধুনিক বিজ্ঞান, সংবেদনশীলতা আর আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় সাধন করে চলতে পারে। আজকের ভারত ও ভারতবাসী এটাই চাইছে ভীষণভাবে। আর চাইছে বলেই করোনা-উত্তর ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেখানে ভারতের প্রতিটি প্রতিজ্ঞা, পদক্ষেপ হবে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং যেখানে এগিয়ে যাওয়ার সময় পিছুটানের কোনও জায়গা থাকবে না। যে হাতিটি দড়িতে বাঁধা ছিল সে ছিল পিছুটান এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার প্রতীক। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজের মধ্যে, আমাদের মনের মধ্যে বসত করা এই পিছুটা যুক্ত দড়িটিকে চিহ্নিত করা জরুরি। আমাদের অবচেতন মন অবধি পৌঁছে যাওয়া পিছুটানের এই দড়িটি ছিঁড়ে দেশবাসীকে পিছুটান মুক্ত করার কাজ ঐতিহাসিকভাবে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনা যুদ্ধে করা তাঁর পদক্ষেপগুলিই এর প্রমাণ।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। ছবি ঃ নিজস্ব

আরিয়ান খান কাণ্ডের তদন্ত থেকে অপসারিত সমীর ওয়াংখেড়ে

মুম্বই, ৫ নভেম্বর (হি.স) : মুম্বই মাদককাণ্ডের তদন্ত থেকে অপসারিত মূল তদন্তকারী অফিসার এনসিবির আঞ্চলিক প্রধান সমীর ওয়াংখেরে। গত কয়েকদিনে তাঁর বিরুদ্ধে সামনে এসেছে একের পর এক অভিযোগ। কখনও ঘুষ, কখনও জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরির অভিযোগ। মুম্বই মাদক মামলার এক সাক্ষী সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ করতেই সে বিষয়ে তদন্তে নামে এনসিবি।

এই মাদক মামলায় অভিযুক্ত শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান। গত ৩ অক্টোবর মুম্বইয়ে ক্রুজ থেকে মাদক কাণ্ডে অভিযান চালায় এনসিবি। সেখান থেকেই গ্রেফতার হন শাহরুখ পুত্র। তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন খোদ এনসিবির জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে।

এর পর ২৫ কোটি পেলেই ছেড়ে দেওয়া হবে বলিউড সুপারস্টার পুত্রকে। এমন প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন মুম্বই মাদক মামলার এক সাক্ষী। খানেই শেষ নয়, প্রভাকর সাইল নামে ওই সাক্ষী দাবি করেন এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে নিয়েছেন এনসিবি ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে। খোদ এনসিবি আঞ্চলিক প্রধানের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ ওঠায় সিট গঠন করে তদন্তে নামে এনসিবি।

পরবর্তীতে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক গুরুতর অভিযোগ আনেন সমীর ওয়াংখেরের বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি জাতি শংসাপত্র পোস্ট করে দাবি করেন, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও দলিতের ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে সরকারি চাকরি পেয়েছেন ওয়াংখেড়ে। এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেন, এনসিবি এক আধিকারিক নিজে তাঁকে জানিয়েছেন, সমীর ওয়াংখেড়ের নির্দেশে ৩৬টি ভুয়ো মামলাও দায়ের করেছে এনসিবি। তার সব তথ্য প্রমাণ তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি এবং অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিদের পাঠিয়েছেন। নবাবের দাবি, এনসিবি-র আড়ালে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন সমীর ওয়াংখেড়ে।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

কাঠগড়ায় এসএসকেএম হাসপাতাল, সুব্রতর আইনজীবীর বিস্ফোরক অভিযোগ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর প্রশ্নের মুখে এসএসকেএম হাসপাতাল। তাঁর আইনজীবী মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, "জুনিয়র ডাক্তাররা এসে পাম্প করছিলেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ছিলেন না। যখন ব্যথা হচ্ছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কেউ ছিলেন না।"

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলছেন, কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে তা খুব লজ্জা আর দুঃখের। শহরের অন্যতম সরকারি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের পরিকাঠামো কেমন? অন্যদিন সন্ধ্যায় সিনিয়র চিকিৎসকরা থাকেন? নাকি কালীপুজোর সন্ধ্যা বলেই কেউ ছিলেন না? একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এ নিয়ে। এসএসকেএম কর্তৃপক্ষও ঘটনার কথা অস্বীকার করেননি। তাঁরা বলছেন, ঘটনার সময়ে মেডিক্যাল বোর্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ওয়ার্ডে ছিলেন না। সন্ধ্যেবেলার রাউন্ড শেষে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে দেখে যান তাঁরা। সন্ধ্যার পর যে এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটতে পারে, এমন কোনও ইঙ্গিতই পাননি বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, যখন সুব্রত মুখোপাধ্যায় হাসপাতালে এসেছিলেন, তাঁর হৃদপিণ্ড ঠিকমতো কাজ করছিল না। তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট ছিল।

তাঁকে স্টেইন বসানোর পর ৪৮ ঘণ্টা চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণে রাখেন। স্টেইন বসানোর আগে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকবার হৃদপিণ্ডের গতির ছন্দপতন অর্থাৎ হার্ট অ্যারিথমিয়া হয়ে যায়। কিন্তু সোমবার স্টেইন বসানোর পর মঙ্গল ও বুধবার তাঁর হৃদপিণ্ডের ছন্দপতন ঘটেনি। সন্ধ্যায় চিকিৎসকরা দেখে বলেছিলেন, সুব্রত মুখোপাধ্যায় অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন। শুক্রবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই তাঁর হার্ট অ্যারিথমিয়া হয়। তার কারণ হিসাবে চিকিৎসকরা বলছেন, আর্টারি, হৃদপিণ্ডের মাংসপেশি আগের থেকেই অনেক বেশি দুর্বল ছিল। সেই কারণেই এটা ঘটেছে। এসএসকেএমের বক্তব্য, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হয়তো ছিলেন না, কিন্তু বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ২৪ অক্টোবর প্রবল শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগের উপসর্গ নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। চিকিৎসা চলছিল আইসিসিইউতে। হৃৎপিণ্ড ঠিকমতো পাম্প না করায় বাইপ্যাপে চিকিৎসা চলছিল। ভর্তির সময় থেকেই একাধিক হার্ট অ্যারিথমিয়া হয় তাঁর। একইসঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, করোনারি আর্টারিয়াল ডিজিজে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীও দুর্বল ছিল। সোমবার বুকে দুটি স্টেন্ট বসানো হয়। তারপরের দুদিন হৃৎপিণ্ডের ছন্দপতন ঘটেনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেডিক্যাল বোর্ডের দুই সদস্য চিকিৎসকের ভিজিটের সময়ও সুস্থ ছিলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সন্ধ্যা ৬.৪৫ নাগাদ হাসপাতাল ছাড়তেই বিপত্তি। সেই লড়াই থেকে আর ফিরতে পারলেন না সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ১১ দিনের লড়াই শেষে না ফেরার দেশে পঞ্চায়েতমন্ত্রী।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শেষযাত্রা মন্ত্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রবীন্দ্রসদনে নিশীথ-দিলীপ-জিতেন্দ্র

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রবীন্দ্র সদনে যান অগনিত মানুষ।বেলা সাড়ে এগারোটায় যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ, জিতেন্দ্র তিওয়ারি, রাহুল সিনহা-সহ বিজেপির নেতারা।এর আগে সকাল ১০.৩০ টায় রবীন্দ্রসদন থেকে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "বর্ণময় রাজনৈতিক চরিত্র। বিরোধী দলের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ। পাঁচদশক ধরে শরীর দিয়ে মন দিয়ে রাজনীতিকে ছুঁতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন"।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে পিস ওয়ার্লে শায়িত ছিল রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেহ। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ সেখানে পৌঁছোন ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন অরূপ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। পৌনে ১০টায় রবীন্দ্রসদনের উদ্দেশে রওনা দেয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ। গাড়িতে ছিলেন খোদ ফিরহাদ হাকিম। রবীন্দ্রসদনে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেহ পৌঁছোয় দশটা বাজতে আটে। শেষশ্রদ্ধা জানাতে সেখানে ভিড় করেন অনুরাগীরা। সকাল ১১.২০তে রবীন্দ্রসদনে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে শেষশ্রদ্ধা জানান ভারত সেবাশ্রমের মহারাজরা। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে রবীন্দ্রসদনে আসেন মন্ত্রীর বোনেরা। ৪ ঘণ্টা সেখানে শায়িত থাকবে দেহ। এদিন সকাল ৯.২৫টায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাদন ঘাটের পৈতৃকবাড়িতে গিয়ে ছবি মাল্যদান করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঢাকার জুতো কারখানায়, মৃত অন্তত ৫

ঢাকা, ৫ নভেম্বর (হি.স) : আবারও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি জুতো কারখানা। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।

জানা গিয়েছে, রাত দেড়টা নাগাদ ঢাকার শুয়ারিঘাট অঞ্চলের একটি জুতো কারখানায় আগুন লাগে। প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ ও রাসায়নিক মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। দমকল সূত্রে খবর, খবর পাওয়ার পরই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল। বেশ কিছুক্ষণ আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ের পর রাত তিনটে নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী। ইতিমধ্যে নিহতদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে রাজধানী ঢাকার চকবাজারে। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয় ৭০ জন নিরীহ মানুষের। তারপরই তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। সেখানে উঠে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থায় যে গলদ রয়েছে, তা বেরিয়ে আসে। অভিযোগ, একের পর এক অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও নির্বিকার প্রশাসন। প্রতিবারই তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে তাতে তেমন কোনও ফল মেলে না। বিশেষ করে ঘিঞ্জি এলাকাগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আজও অত্যন্ত শোচনীয়। ফলে ফের এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

শ্রীনগরের হাসপাতালে জঙ্গি হামলা, পালিয়ে গেল সন্ত্রাসীরা

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা! এবার শ্রীনগরের বেমিনা এলাকায় এমকেআইএমএস মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল সন্ত্রাসীরা। তৎক্ষণাৎ সুরক্ষা বাহিনীও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়। শুরু হয় গুলির লড়াই, গুলির লড়াই চলাকালীন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় জঙ্গিরা।

কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার শ্রীনগরের বেমিনা এলাকায় এমকেআইএমএস মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল সন্ত্রাসীরা। সেই সময় হাপসাতালে সাধারণ নাগরিকরাও উপস্থিত ছিল। সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুলির লড়াই চলে। এরপর জঙ্গিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

করোনার প্রকোপ কমছেই না রাশিয়ায়, ১,১৯২ বেড়ে মোট মৃত্যু ২.৪৪-লক্ষাধিক

মস্কো, ৫ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য কমছেই না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল প্রতিদিনই বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৯২ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ১৯২ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৪৪,৪৪৭ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৭৩৫ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৭১৪,৫৯৫ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৫০৫,৯৭১ জন।

উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বাড়ছে জিকা ভাইরাসের দাপট

কানপুর, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের কানপুরে হু হু করে বাড়ছে জিকা ভাইরাসের সংক্রমণ। আরও ৩০ জনের বেশি মানুষ জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ওই জেলায়। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬৬। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন জেলাশাসক বিশাক জি আইয়ার।

গত ২৩ অক্টোবর প্রথম জিকা ভাইরাসে আক্রান্তের হদিশ মেলে কানপুরে। আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক ওয়ারেন্ট অফিসার। এর পরই কানপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটির আশপাশের এলাকায় থাকা বিভিন্ন মানুষের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় কিং জর্জেস মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষার পর ৩০ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এলাকা স্যানিটাইজ করা শুরু হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা এবং জ্বরে আক্রান্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, জিকা মশাবাহিত ভাইরাস। মূলত ইডিস মশার থেকে মানুষের শরীরে ছড়ায় এই ভাইরাস। কেউ একবার সংক্রমিত হলে তাঁকে মশার কামড় থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ তাঁর থেকেও মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে সংক্রমণ। অর্থাৎ, মশার কামড় এড়ানোই এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায়।

রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহার কর্ণাটকে, ঘোড়দৌড়েও অনুমতি

বেঙ্গালুরু, ৫ নভেম্বর (হি.স.): রাত্রিকালীন কারফিউ তুলে নিল কর্ণাটক সরকার। এতদিন রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি রাত্রিকালীন কারফিউ লাগু থাকত কর্ণাটকে। কিন্তু রাজ্যে করোনা-পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কারণে রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক সরকার। শুক্রবার কর্ণাটক সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত রাত্রিকালীন কারফিউ তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও ঘোড়দৌড়েও অনুমতি দেওয়া হয়েছে কর্ণাটকে। তবে, মেনে চলতে করোনা-সতর্কতা। ঘোড়দৌড়ে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের টিকা অবশ্যই নিতে হবে, এছাড়াও ঘোড়দৌড় যেখানে হবে সেখানে টিকা নেওয়া মানুষজনকেই অনুমতি দেওয়া হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শীতের জন্য বন্ধ হল গঙ্গোত্রী ধামের দরজা, এবার মুখবায় দর্শন মিলবে মা গঙ্গার

উত্তরকাশী, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : শীতের প্রথা অনুযায়ী গোবর্ধন পূজা উপলক্ষে ১১টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ব বিখ্যাত গঙ্গোত্রী ধামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মা গঙ্গার উতব দোলি মায়ের জয়গান সহ শীতকালীন প্রবাসের জন্য মুখীমঠের (মুখবা) উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শনিবার ভাই ফেঁটা উপলক্ষে, মা গঙ্গার উতব ডোলি তার মাতৃগৃহে পৌঁছে যাবে, যেখানে ভক্তরা আগামী ৬ মাস মা গঙ্গার দর্শন পেতে সক্ষম হবেন।

গঙ্গোত্রী ধামের শ্রী পঞ্চ মন্দির কমিটির সেক্রেটারি সুরেশ সেমওয়াল জানান, শুক্রবার সকালে অমৃত বেলা থেকেই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পাশাপাশি মা গঙ্গার ভোগ মূর্তির পূজা-অর্চনা করা হয়। ১০টা নাগাদ ভক্তরা মায়ের নির্বাণ দর্শন করেন এবং ঠিক ১১টা ৪৫ মিনিটে মুহুর্ত অনুসারে মার্কণ্ডেয় পুরীর উদ্দেশ্যে উৎসবের দোলি পাঠানো হয়। মার্কণ্ডেয় পুরীতে অবস্থিত ভগবতী মন্দিরে রাত্রিযাপন করবে মায়ের উৎসব দোলি। মাতা কি উৎসব ডলি শনিবার সকালে মুখবার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। মন্দিরের গর্ভগৃহে মায়ের ভোগ মূর্তি স্থাপন করলে শীতের ছয় মাস মা মুখবাতেই থাকবেন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ছিলেন : অর্জুন সিং

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : "সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমার রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। বাবার হাত ধরেই তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়। দলের মধ্যে বাধা থাকা সত্ত্বেও সুব্রত দা জীবনের প্রথম কাউন্সিলর হওয়ার টিকিট আমাকে দিয়েছিলেন।"

শুক্রবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি অর্জুন সিং। প্রতিপক্ষ। কিন্তু তিনিই তাঁর রাজনৈতিক গুরু। কীভাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, কীভাবে তিনি তাঁর গুরু হয়ে উঠেছিলেন, এই সব কথা জানাতে গিয়ে অর্জুনবাবু বলেন, "উনি খুব উদার মানসিকতার ছিলেন। উল্টো রাজনৈতিক মেরুর হলেও সৌজন্যতা ভুলতেন না তিনি।" সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের রসবোধের তারিফ করেছেন বাম-ডান সব পক্ষই। আজ তিনি নেই, কিন্তু বাম থেকে গেরুয়া শিবির-সব নেতার মুখেই তাঁর রসবোধ, সৌজন্যতার কথা উঠে আসছে। শুক্রবার সকালেই দিলীপ ঘোষ বলেন, "সুব্রতবাবু এক প্রকার বাংলার রাজনীতির আইকন ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়তো ৭৫ বছর বয়সে হয়েছে। তবু মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ৫০-৬০ বছর ধরে রাজনীতি জীবনে অ্যাক্টিভ থেকেছেন। সামাজিক জীবনে সবার সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল। দল বা বয়স কোনও কিছু ওঁ ভাবতেন না। ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের অভিভাবক ছিলেন।" দিলীপ ঘোষ। বলেন, "বিধান সভায় যাওয়ার পর ওঁর সামনা সামনি হয়েছি। ২০১৬ সাল থেকে তিন বছর ছিলাম। অনেকবার দেখা হয়েছে বিএ কমিটিতে বসে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হত। এত বছর বয়সে ওঁ মিষ্টি খেতেন খুব। বিধান সভার মধ্যে বেঞ্চে বসে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে। উনি যে ধরনের মজার মজার কথা বলতেন, সোজাসাপটা বলতেন, এটা যেমন আনন্দদায়ক ছিল, মজারও ছিল তেমনই শিক্ষারও ব্যাপার ছিল। নিঃসন্দেহে এরকম ব্যক্তি চলে যাওয়া রাজনীতিতে বড়ো একটা শূন্যতা তৈরি হল।"

রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহার কর্ণাটকে, ঘোড়দৌড়েও অনুমতি

বেঙ্গালুরু, ৫ নভেম্বর (হি.স.): রাত্রিকালীন কারফিউ তুলে নিল কর্ণাটক সরকার। এতদিন রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি রাত্রিকালীন কারফিউ লাগু থাকত কর্ণাটকে। কিন্তু রাজ্যে করোনা-পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কারণে রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক সরকার। শুক্রবার কর্ণাটক সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত রাত্রিকালীন কারফিউ তুলে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ঘোড়দৌড়েও অনুমতি দেওয়া হয়েছে কর্ণাটকে। তবে, মেনে চলতে করোনা-সতর্কতা। ঘোড়দৌড়ে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের টিকা অবশ্যই নিতে হবে, এছাড়াও ঘোড়দৌড় যেখানে হবে সেখানে টিকা নেওয়া মানুষজনকেই অনুমতি দেওয়া হবে।

মধ্য কাশ্মীরে গভীর খাদে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু দু"জনের

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বদগাম জেলার চাদুরা এলাকার গোগজি পাথরিতে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার অপরাহ্নে নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি। গাড়িতে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। মৃতদের নাম-পারভেজ আহমেদ এবং ফায়াজ আহমেদ হাজাম। পারভেজের বাড়ি চাদুরা এলাকায় এবং ফায়াজ গোগজি পাথরির বাসিন্দা। গাড়িটি কেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

"একটা যুগের অবসান", শুক্রবার বিকেলে ফের টুইট শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : "একটা যুগের অবসান", সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শুক্রবার বিকেলে টুইটারে লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু লেখেন, "বিধানসভায় প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে আমার শেষ শ্রদ্ধা এবং বিদায় জানালাম। কয়েক দশক ধরে তাকে চিনি। একজন পাকা রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর প্রশংসা করি। তিনি এবার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে আমাদের বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করান। সব সময় তাঁর রাজনৈতিক সৌজন্য স্মরণ করা হবে। একটা যুগের শেষ হল।" বৃহস্পতিবার রাতে শুভেন্দুবাবু টুইটে লেখেন, "প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, ভক্ত ও সমর্থকদের সাথে আছি। তাঁর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওম শান্তি।"

সুব্রতদা ভূতে ভয় পেত : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : দীপাবলির শুভক্ষণেই আঁধার নামল রাজনৈতিক মহলে। চিরঘুমে পাড়ি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় শোকোস্তব্ধ। """ সুব্রতদা ভূতে ভয় পেত """ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় মন্তব্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, """সুব্রতদা সাংঘাতিক ভূতে ভয় পেত। আলো জ্বালিয়ে শুতো। বিচিত্র মানুষ ছিল। অনেক গল্প করত। বিধানসভায় আমার ডানদিকের যে আসনে মানুষটি বসে থাকত সেই সুব্রতদা আর নেই। বৌদিকে কী বলে সান্তনা দেব বুঝতে পারছি না """। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২২মিনিটে ম্যাসিভ কার্ডয়াক অ্যারেস্টের পর প্রয়াত হন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে মন্ত্রীর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। শুক্রবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

অস্বস্তিকর টুইট করেও তা প্রত্যাহারের পর প্রকাশ্য ব্যখ্যা দিলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : ক'দিন ধরে দলের ওপর মহলের একাংশের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে তোপ দাগছিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। তা নিয়ে বিতর্কও হচ্ছিল। শুক্রবার সকালে তিনি দিলীপ ঘোষের একটি ইংরেজি টুইটের শুদ্ধতা নিয়ে বক্রোক্তি করেন। শেষ পর্যন্ত তথাগতবাবু এটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

এরপর তথাগতবাবু আর একটি টুইটে লেখেন, "আজ সকালে আমি একটি মুখরোচক টুইট পোস্ট করি। এটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার মত নয়। এখন পর্যন্ত ১৪১টি লাইক, ২২টি রিটুইট এবং ৫৬টি উত্তর এসেছে। কিছু উত্তর ছিল অনুকূল, কিছু প্রতিকূল। যাই হোক, যেহেতু কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে, আমি টুইটটি মুছে দিচ্ছি।" প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে তথাগতবাবু দফায় দফায় বিতর্কিট টুইট করায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দেয়। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠানো হয় তথাগতবাবুকে। 'অসুস্থতার জন্য' তিনি দিল্লি যেতে না পারলেও তাঁকে বিতর্কিট টুইট থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ক'দিন তিনি সেই নির্দেশ মানলেও আবার নাম না করে চার নেতা সম্পর্কে উপর্যুপরি টুইট করতে শুরু করেছেন।

মধ্য কাশ্মীরে গভীর খাদে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু দু"জনের

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বদগাম জেলার চাদুরা এলাকার গোগজি পাথরিতে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার অপরাহ্নে নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি। গাড়িতে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। মৃতদের নাম-পারভেজ আহমেদ এবং ফায়াজ আহমেদ হাজাম। পারভেজের বাড়ি চাদুরা এলাকায় এবং ফায়াজ গোগজি পাথরির বাসিন্দা। গাড়িটি কেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নাগরাকাটায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩, জখম ১

নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার পানঝোরা বস্তির কাছে ৩১সি জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারল গাড়ি। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও একজন। এঁদের প্রত্যেকের বাড়ি জয়গাঁয়। জানা গেছে, এদিন শিলিগুড়ি থেকে আসার সময় গাড়িটি রাস্তার বাঁকে একটি অশ্বত্থ গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গাড়ি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও একজন। আহতকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত এবং আহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ৭৬৩ জন

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.): প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তারই মাঝে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ৭৬৩ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত৭৬৩ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৮,০৯৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,২০১। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮০৬। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৬৯,৭৫৭। যার ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.২৯ শতাংশ।

নাইজারে বন্দুকধারীদের হামলায় ৬৯ জন নিহত

নিয়ামে (নাইজার), ৫ নভেম্বর (হি. স.) : আফ্রিকার দেশ নাইজারে বন্দুকধারীদের হামলায় ৬৯ জন নিহত। নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই হামলার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় এক মেয়র ও এক মিলিশিয়া নেতারও। শুক্রবার এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

জানা গেছে, প্রতিবেশী দেশ মালির সীমান্ত ঘেঁষা পশ্চিমাঞ্চলীয় তিলাবেরি অঞ্চলে বানিবাঙ্গৌউ শহরের মেয়রের নেতৃত্বে ভ্রমণরত এক প্রতিনিধি দলের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বন্দুকধারীরা। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ওই ৬৯ জন। এই ঘটনায় দুই দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে নাইজার সরকার। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দায় এখনও কোন গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। এদিকে হামলাকারীদের আটকের চেষ্টা চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। ধারণা করা হচ্ছে এ ঘটনার পেছনে নাইজারের জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের হাত রয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েক দশক ধরে আফ্রিকার নাইজার, মালি, বুরকিনা ফাসো এবং নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো প্রায় সময় হামলা, লুটপাট, অপহরণ করে আসছে। মালি ও বুরকিনা ফাসোর সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকাগুলোতে প্রায়ই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।চলমান বছরে সহিংসতায় সেখানে নিহত হয়েছে পাঁচশয়ের অধিক মানুষ। মার্চেও ওই অঞ্চলের তিনটি গ্রামে সমন্বিত অভিযানে নিহত হয়েছেন ১৩৭ জন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্টেম সেল থেরাপি

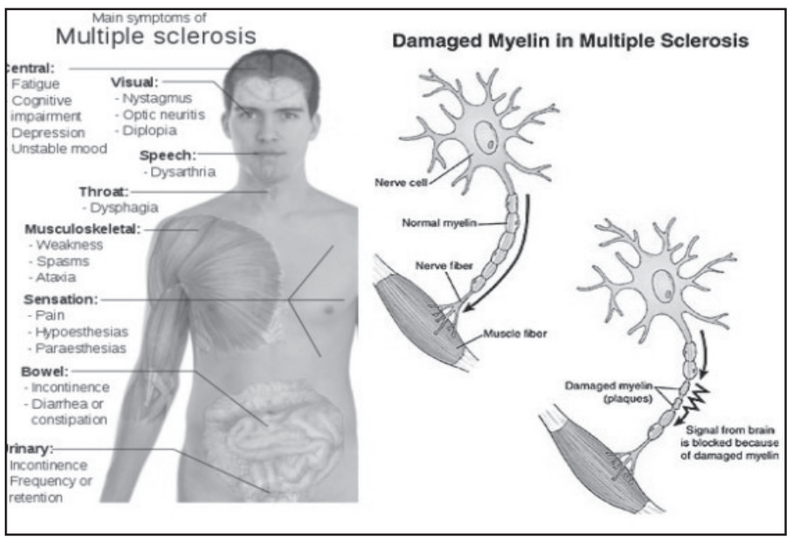

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল---এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়।

স্টেম সেলগুলি মূলত দুই প্রকারের হয়—ভ্রূণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল ---যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায়---যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রুণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে।

বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিষ্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষাম্নাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ---মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব।

এছাড়া কিছু হাড়ের চিকিৎসায়, ক্ষত নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী। যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রুণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়। সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি—বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

ব্রণ-র দাগ মুছে ফেলুন

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে যেভাবে পারদ চর চর করে বাড়ছে তাতে তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারিণীদের একেবারে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। কারণ, গরমকাল এলেই নানা সমস্যায় একেবারে জর্জরিত হয়ে যান তাঁরা। তাদের তৈলাক্ত ত্বকের জন্য।

ইউ ভি রে-র প্রভাবে এমন সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। তীব্র দাবদাহে সবারই প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। তার উপর আছে পিম্পল বা অ্যাকনের সমস্যা। সুযোগ বুঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটাসেটা লাগিয়ে কোনোক্রমে পিম্পল থেকে রেহাই মিললেও সুরাহা হয়নি। সেরে যাওয়ার পর যে দাগগুলো থেকে যায়, তা সৌন্দর্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্রী দাগ থেকে বাঁচার রসদ রয়েছে অ্যাকনে মার্কস রিম্যুভাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে। দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তীব্র দহন দিনেও জ্যোৎস্নার মতো ঝকঝকে মুখের অধিকারিণী হওয়া যায়।

অ্যাকনে প্রধানত তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা। বয়সন্ধিকালে বেশি মাত্রায় পিম্পলের শিকার হয় টিনএজরারা। গরমে সিবাসিয়াম গ্রন্থি অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে বেশি পরিমাণে সিবাম নির্গত হওয়ায় ত্বক মাত্রাতিরিক্ত তেলতেলে হয়ে যায়। পোরস ওপেন হয়ে যায়। তেলের সঙ্গে ধুলোবালি জমা হয়ে অ্যাকনে বা পিম্পলের উৎপত্তি হয় না। নানারকম চিকিৎসার সাহায্যে আজকাল পিম্পল থেকে মুক্তি মেলে।

কিন্তু পিম্পলের জেদি দাগ তুলতে হাল খারাপ হয়ে যায়। সেই দাগ রিম্যুভ করতে অ্যাকনে মার্কস রিম্যুভাল ট্রিটমেন্ট ভীষণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

ক্লিনজিং, স্ক্র্যাবিং, ক্রিম ম্যাসাজ ও প্যাক লাগানোর মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় অ্যাকনে মার্কস রিম্যুভাল ট্রিটমেন্ট। প্রথমেই রোজ ওয়াটার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। পরের ধাপে আমন্ড খাল খামির যশদ ভস্ম অভ্রক বাবুল গন্দ সুদ গৈরিকা এবং মেহেন্দি যুক্ত স্ক্র্যাবর দিয়ে হালকা হাতে দুই থেকে তিন মিনিট ম্যাসাজ করার পর ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর মুখে ক্লোভ অয়েল দিয়ে ইউক্যালিপটাস ও মিন্ট যুক্ত ক্রিম দিয়ে ম্যাসাজ করা হয় পাঁচ থেকে সাত মিনিট। এই উপাদানগুলি ত্বকের সেনসেটিভিটি কমায় এবং ত্বককে ঠান্ডা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ত ভাব যেটির কারণে পিম্পল হয়, সেটিকেও দূর করে। এরপর ক্রিম তুলে ফেলে ঠান্ডা জল ও রোজ ওয়াটার মিশিয়ে তুলোর সাহায্যে কোল্ড কমপ্রেস দেওয়া হয়। পরে লবঙ্গ ও অশ্বগন্ধা যুক্ত প্যাক লাগানো হয়। দশ পনেরো মিনিট রাখার পর প্যাক তুলে ফেলা হয় ঠান্ডা জল দিয়ে। অশ্বগন্ধা ও লবঙ্গ ত্বকের উপরের দাগছোপা দূর করতে সাহায্য করে। পরিশেষে অয়েলফ্রি সানক্রিম কিংবা ময়েশ্চরাইজার লাগানোর পরিমাণের উপর নির্ভর করে এই ট্রিটমেন্ট। দাগ কম থাকলে মাসে একটি করে দাগ বেশি থাকলে মাসে দুটো সিটিং নিতে হবে। মোটামুটি দশটা থেকে বারোটা সিটিং নেওয়ার পর নিজেই বুঝতে পারবেন কতটা উন্নতি হয়েছে। শুধুমাত্র তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারিণীরাই নয় যে কোনো ত্বকে পিম্পল বা অ্যাকনে থেকে হওয়া দাগছোপ রিম্যুভ করতে বন্ধুর মতো কাজ করে এই ট্রিটমেন্ট। টিনএজার থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সের মানুষরাই এই ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন। শুধু কন্ডিশন বুঝে কটা নিতে হবে তা আপনার বিউটিশিয়ানের কাছ থেকেই জেনে নিন। এই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর বাড়ি ফিরে কয়েকটি সাবধানতা অবশ্যই মেনে চলা উচিত।

বাইরের ধুলোময়লা মুখে জমলে তা থেকে পুনরায় অ্যাকনে এবং অ্যাকনে থেকে দাগের সৃষ্টি হতে পারে। আর তাই বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারিণীদের অবশ্যই প্লেন জল দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

গরমকালে অতিরিক্ত সিবাম নির্গত হওয়ার জন্য ত্বকে তৈলাক্ত ভাব বেড়ে যায়। তাই শুধুমাত্র কাজ থেকে বাড়ি ফিরেই নয়, বাড়িতে থাকলেও সারাদিনে বারবার ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত। তেলতেলে ভাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

স্কিন টাইপ অনুযায়ী ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে। টোনার লাগাতে পারলে ভালো, না হলেও চলবে। তবে ময়েশ্চরাইজার লাগাতে ভুলবেন না যেন।

তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারিণীরা মুখে কোনো প্রসাধন ব্যবহার করার আগে দেখে নেবেন সেটি আপনার স্কিনের পক্ষে উপযুক্ত কি না।

কোনো অনুষ্ঠান যোগ দিতে যাবার জন্য মেকআপ করলে রাতে বাড়ি ফিরে অবশ্যই মেকআপ তুলে ত্বক ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন। ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে তবেই শুতে যাবেন।

দিনের বেলা বাড়ি থেকে বেরনোর আগে সানস্ক্রিন লাগান। ব্যাগে কিছু থাক না থাক সানগ্লাস, ছাতা, টুপি অবশ্যই যেন থাকে। পুদিনা যুক্ত অ্যাসট্রিনজেন্ট ব্যবহার করা উচিত। ত্বক ঠান্ডা রাখতে ভালো কাজ দেয় পুদিনা।

শুধু এই ট্রিটমেন্ট করলেই হবে না বরং অভ্যন্তরীণ দিকেও নজর দিতে হবে। ডায়েট ঠিক রাখতে হবে। কারণ ভিতরের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তার বহিপ্রকাশ মুখে পড়ে। তাই অয়েলি ফুড, জাঙ্ক ফুড, ফাস্টফুড যতটা কম খাবেন ততই মঙ্গল। প্রচুর পরিমাণে জল, সবুজ শাকসব্জী খেতে হবে। লেটুস পাতা, অঙ্কুরিত ছোলা খাওয়া উচিত। মরশুমি ফল যেমন শসা, তরমুজ, পাপা পেঁপে রাখবেন নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায়।

অ্যাকনে মার্কস রিম্যুভাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই যত্ন ও পরিচর্যা করা আবশ্যক। বাড়িতে সঠিক ডায়েট ও ঠিকঠাক দেখভাল করলে অ্যাকনের কবল থেকে মুক্তি পাবেন যে কোনো ত্বকের অধিকারিণীরা, তা জোর দিয়েই বলা যায়। অ্যাকনে না হলে মার্কস নিয়েও কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। কিন্তু যাদের ব্রণপবণ ত্বক, তৈলাক্ত ত্বক, তাদের বাড়িতে যত্ন নিতে হবে। পিম্পলের মার্কস থেকে রেহাই পাওয়ার উপর খুঁজতে দিনরাত এক করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বিশেষজ্ঞ বিউটিশিয়ানের দ্বারস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ যাতে বিউটিশিয়ানের সুপরামর্শ ও অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়ায় পিম্পলের দাগ রিম্যুভ হয়। আর সেই সঙ্গে সুন্দর মুখের অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারেন আপিনও।

এনার্জিক ডায়েট

একটা মোটরগাড়ি চালাতে প্রয়োজন হয় পেট্রোলের। তেমনি বাড়ন্ত বাচ্চা হোক বা যাটোর্ধ্ব, সকলেরই এনার্জির দরকার। বাচ্চার শারারিক বৃদ্ধি, প্রাপ্তবয়স্কের দৈনন্দিন কাজকর্মে উৎসাহ আনতে এনার্জির কোনো বিকল্প নেই। আর এনার্জি আসে খাদ্য থেকে। তবে মানুষের জন্মের পর থেকে বাড়তে থাকে বয়স। কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয় খাদ্যবস্তুর চাহিদার। তাই কোনো বয়সে কোনো ধরনের খাবার খেলে এনার্জি ধরে রাখা যায় তা জেনে নিলে ভালো হয়।

সদ্যোজাত থেকে ছোট শিশু ঃ এই বয়সের বাচ্চাদের প্রধান খাদ্য হল মায়ের দুধ। বছর দেড়েক বয়সের পরে অল্প ঘি, মাখন, সেদ্ধ, ডাল, মিহি সেদ্ধ, আলু, গাজর, দই, তালের গুড়, গম, বালি, মাংস দিয়ে তৈরি হালিম যবের পুডিং খাওয়াতে পারেন। মায়ের দুধ শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধী শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। রাগী-এর পুডিং থেকে বাচ্চা পাবে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাবে, যা বাড়াবে হাড়ের জোর। দলে দেওয়া সেদ্ধ মুগডাল হজম হয় জলদি। আর এতে থাকা প্রোটিন বাচ্চার কোষ গঠনে সাহায্য করে। ভিটামিন-বি পেতে খাবার সুস্বাদু করতে এবং প্রচুর এনার্জি পেতে আলুর বিকল্প নেই। গুড়ে থাকে প্রচুর আয়রন। ফলে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে গুড় বিশেষ ফলদায়ক।

বাচ্চা (৩ থেকে ১০ বছর) এই বয়সের শিশুদের ভাত, দুধ, কলা, গোটা ডিমের সঙ্গে স্বাভাবিক সমস্ত খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। চটজলদি এনার্জি বাড়াতে কলা এবং ভাতের কোনো বিকল্প নেই।

ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়াম পেতে এই দুধরনের খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে দুধকে সুষম খাদ্য বলা হয়। কারণ, এ ডি ই কে ভিটামিনগুলি দুধেই থাকে। আবার শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাট এবং আয়রনের যোগান দেয় ডিমের কুসুম।

বয়ঃসন্ধিতে ডায়েট ঃ এই সময়ে পনির, গমের তৈরি খাবার বাদাম, সবুজ শাকসব্জী, মাশরুম, চিকেন খাওয়ানো ভালো। পনির থাকা আয়রন শরীরে কাঠামো শক্ত করতে সাহায্য করে। গম জোয়ার বাজরা দেবে প্রচুর এনার্জি। এই ধরনের খাদ্যে থাকা ফাইবার কনস্টিপেশন এড়াতে বিশেষ কার্যকরী। বাটার ক্রিমের তুলনায় বাদাম খাওয়া ভালো। কারণ এতে থাকে শরীরের উপযোগী ফ্যাট এবং সবুজ শাকসব্জী এবং চিকেনে থাকা প্রোটিন, আয়রন পেশির শক্তি বাড়ায়, হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। মাশরুমে থাকা ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম সংশ্লেষে সাহায্য করে।

প্রাপ্তবয়স্ক ঃ যুবক হোক প্রৌঢ়, এই সময়ে এনার্জি ধরে রাখতে দরকার বিশেষ ডায়েট। বেশ কতগুলি খাদ্য উপাদান কাজেকর্মে ফিরিয়ে আনে উদ্যম। এইসময় ডিমের সাদা অংশ, ঢেঁড়শ, বাঁধাকপি, জাম জাতীয় খাদ্য, সয়াবিন, পেস্তা, কাজু, পোস্তা, দালিয়ার খিঁচুড়ি খাওয়া ভালো।

ডিমের সাদা অংশে থাকা উপকারী প্রোটিন ঢেঁড়শ, বাঁধাকপিতে প্রচুর ফাইবার জাতীয় উপাদান ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ফাইবার থাকায় দূর হয় কনস্টিপেশনের সমস্যা। জাম জাতীয় খাবারে থাকে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এতে কমে দুঃশ্চিন্তা এমনকী বয়স বাড়াতেও টানে রাশ। পেস্তা এবং কাজুতে থাকা সিওকিউটেন জাতীয় উপাদান। এতে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান থেকে শরীরের কোষগুলি নিজেদের রক্ষা করে। সোয়াবিন মহিলাদের মনোপজের পর শরীরে ফাইটো ইস্ট্রোজেনের অনুপাত নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সঙ্গে পাওয়া যায় প্রচুর উপকারী প্রোটিন। দালিয়ার খিঁচুড়ি বহুক্ষণ ধরে অল্প অল্প করে এনার্জি পেতে সাহায্য করে।

বয়স্ক ঃ ষাটের পর ডায়েটে থাকুক মুগডাল, ঘোল, দই, ছোট মাছ, লাউ। মুগে থাকা ভিটামিন বি স্নায়ুর ক্ষয় রোধ করে। ঘোল জোগায় এনার্জি। পেশির ক্ষমতা বাড়াতে ঘোল বিশেষ উপকারী। ছোট মাছে থাকা উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড আর্থ্রাইটিস এবং হার্টের রোগের আশঙ্কা কমায়। লাউ-এ থাকে অ্যালকালাইন জাতীয় উপাদান। যা হজমে সাহায্য করে এবং পেট পরিষ্কার রাখে। দই-এ তাকে প্রো-বায়োটিকস। এতে পেট থাকে ঠান্ডা।

পুজোয় যা চাই আর কি

বাঙালি ভোজনরসিক। বাঙালি পেটরোগা। এহেন দ্বৈত সত্তা নিয়ে সারা বছর নাজেহাল হলেও, পুজার কটা দিন --- এ প্রশ্ন অর্বাচীন। এমনকি বছরভর যারা শসা, টক দই তথা রায়তাখেয়ে রেজিমেন্টেড ফোর্সের মতো কঠোর কট্টর ডায়েট চালিয়ে যান তারাও এই সময়ে ঝাড়া হাত পা। মানে— আমার মন বলে যা চাই।

মন কী চায় — এই সময়ের খাঁটি বাঙালি খাবার। বাঙালি বাড়িতে ঢেঁকিতে পা রেখে আনন্দনাড়ু কুটবার দিন আর নেই— অন্তত আগের মতো। কচুর লতি, মোচারঘন্টা, থোড় ছেঁচকি, চিতল মাছের মুইঠ্যা--- যবে থেকে ফেয়ারওয়েল নিয়েছে বাঙালির হেঁশেল থেকে তবে থেকেই পালটেছে পুজোর খাওয়া আর তার ধরন ধারণা। গল্প হল্যে সত্যি, আর সত্যি হলেও গল্প— বাঙালির আজ হারানো দুপুরের কাঙালি হয়েছে আর পোস্তার বড়ার স্বাদ পেতে লাইন লাগাচ্ছে--- রেস্তেরায় পকেটে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে।

বাংলার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ আমিষ নিরামিষ পদ বা রেসিপি এখন বাঙালি রেস্তোঁরাগুলোর সাফল্যের রেসিপে হয়ে উঠেছে। বাংলার রান্নাঘর থেকে হারিয়ে যেতে বসা হরে করকমের রান্না— খাঁটি ভ ব্যাঙালি রান্না, যাক কাঁসার বাসন থেকে কলাপাতা সর্বত্র সমানভাবে স্বচ্ছন্দ তা আজ পুজোপার্বণে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এখন তাই, পজোর সময়ে এ হেন ঘরের রান্না ঘরের বাইরে বড়ই জনপিয় হয়ে উঠছে। আর, বাঙালির কাছে রান্না যে সত্যিই একটা শিল্প। তা আবারও দুনিয়া কাঁপিয়ে জানান দেওয়া যাচ্ছেসর্বত্র।

আজ শিউলির শরৎ, সপ্তমীর সকাল— ধরাই যাক না । শ্রী ঘি, ভাদুয়া ঘি ভয়সা ঘি, সব পেরিয়ে ফুলকো লুচি বাঙালির সকালে আজো আটটা নটার সূর্য। সঙ্গে ট্রাডিশনাল সাদা আলুর তর কারি, অবশ্যই কালোজিরে ফোড়ন সহযোগে। আর, সম্ভব হলে বিন্দু বিন্দু বেঁধে— বাঙালির চিরাচরিত সেলিব্রেশন।

আর হ্যাঁ। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হালুয়া, কচুরিও জমজমাট এই সময়ে। যা প্রায় দিন সকালে টার্গেট করেও ফেল মারতে হয়— স্রেফ একটু দেরি করে যাওয়ার কারণে।

তারপর? তার আর পর নেই— বললে চলবে এই সময়ে?

পুজোর দিনে সব পর পর পর। চলতেই থাকে— একটার পর — আর একটার পর।

সপ্তমীর সকালে যারা লুচি, কচুরির প্রলোভন পেরিয়ে হালকার ওপর দিয়ে সারবেন, তারা কিন্তু মোটেও লুজার হবেন না একটু মাথা খাটালে। আজ ছিমছাম নিরামিষের দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনে লুচি ছোলার ডাল বা লুচি কুমড়োর ছক্কা হাঁকাতে পারেন। সঙ্গে আর যা যা চান। নো প্রবলেম। এই সময়ে সব চলে। চলতেই পারে— সকালে খালি পেটে একটা করে প্রাজল গ্রুপের বড়ি গলাধঃকরণ করলেই। যাইহোক, আবার সকালে ফিরে যাওয়া যাক। জলখাবার খেলেন আড্ডা মারলেন, বিস্তর তর্ক করলেন— তর্কে বহুদূর জেনেও। কিন্তু তারপর? বেলা বাড়তে না বাড়তে আবার চা এ চুমুক। চুমুকের পর চুমুক। এই সময়ে বুকে হাত দিয়ে বলে ফেলুন তো মন কি চায়? খাস্তা কচুরি না নিমকি— কোনটা? ওকে, — যে কোনো একটা চলতে পারে। তবে পরিমাণে বেশি নয় কিন্তু। সঙ্গে ট্রাডিশনাল সাদা আলুর তর কারি, অবশ্যই কালোজিরে ফোড়ন সহযোগে। আর, সম্ভব হলে বিন্দু বিন্দু বেঁধে— বাঙালির চিরাচরিত সেলিব্রেশন।

আর হ্যাঁ। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হালুয়া, কচুরিও জমজমাট এই সময়ে। যা প্রায় দিন সকালে টার্গেট করেও ফেল মারতে হয়— স্রেফ একটু দেরি করে যাওয়ার কারণে।

তারপর? তার আর পর নেই— বললে চলবে এই সময়ে? কারণ, দুপুরের দুর্ধর্ষ মেনুগুলোর জন্য পেট খালি রাখতেই হবে, নইলে অনিবার্যভাবে পস্তাবেন। এবার? সকাল আটটা নটার সূর্য যখন বেলা বারোটায় পৌঁছিয়ে মধ্যাহ্নের ইঙ্গিত দিচ্ছে ঠিক তখন চানঘরে গান সেরে ফেলুন। তারপর ভিজে গামছা মেলে দিয়ে নতুন অথবা সেমি নতুন জামাকাপড় পরে ফেলুন। কোথাও যাওয়ার হলেও কোথাও যাওয়ার না হলেও। কারণ, সব মিলিয়ে এই কটা দিনের ফরফুরে মন আপনাকে ভুলিয়ে দেবে বাকি তিনশো ষাট দিনের যান যান্ত্রিক যন্ত্রণাময় জীবনের কষ্ট। এবার তাহলে দুপুর— তাই তো? ধরুন, আপনি আপনার পুরানো পাড়া ছেড়ে সবেমাত্র ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে উঠেছেন। কাউকে চেনেন--- কাউকে চেনেন না। পাড়া থেকে কমিউনিটিতে এসে বড় মনখারাপ করছে, জানি। তবু দেখুন না এই কমিউনিটিই পুজোর কঠা দিনের জন্য আর একটা পাড়া হয়ে ওঠে কিনা। কমিউনিটির পুজোয় পাত পেড়ে খেতে বসে যান সবার সঙ্গে। কথা বলুন, মুখ খুলুন, প্রাণ খুলুন। দেখবেন— কেমন যেন সব চেনা চেনা লাগছে। সপ্তমীর দিন নিরামিষ— এখানেও সেই আগের মতোই, ঘরের মতোই। মানে, বাসমতি চালের ভাত, একটু গাওয়া ঘি, শুক্তানি, নারকেল, কিশমিষ, দিয়ে সোনামুগের ডাল ঝিরিঝিরে আলুভাজা, গরম গরম বেগুনি, ছানার কালিয়া ধোকার ডালনা, ভাতের বদলে পোলাও নবরত্ন কারি আর— শেষ পাতে, অবশ্যই চাটনি, পাঁপড়, পায়েস পরমান্ন। যেন মধুর আমার মায়ের হাসি। এবার ধরে নিন, আপনি ঠিক করলেন রেস্তেরায় যাবেন বাঙালির খানা খেতে— বাড়ির খাওয়া ছেড়ে ।নাই বা দিলেন ঘরণীকে রান্নাঘরে ঢুকতে টকটা দিনের জন্যে। আর একটা পাড়া হয়ে ওঠে কিনা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এনএসইউআই-এর কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

উপনির্বাচনে বিপর্যয়, বৈঠকে অংশ নিতে শনিবার দিল্লি যাচ্ছেন দিলীপ-শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবারই দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কলকাতার রাজ্য দফতর থেকেই ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন বৈঠকে।

উপনির্বাচনে বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে বিজেপিকে। গেরুয়া শিবিরের প্রাপ্ত ভোটের হার এক ধাক্কায় নেমে গিয়েছে ১৪.০৫ শতাংশে। সবচেয়ে বড় কথা, গতবার দখলে থাকা দিনহাটা ও শান্তিপুরের আসনটিও হাতছাড়া হয়েছে। উপনির্বাচনে কেন এই বিপর্যয় তা নিয়ে রাজ্য নেতাদের থেকে আলাদা রিপোর্ট জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে নেবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, ৭ তারিখ অর্থাৎ রবিবার দিল্লিতে এই বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডারা উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা কর্মসমিতির নতুন সদস্য হয়েছেন তাঁরাও থাকবেন। তবে দিল্লিতে যাঁরা যেতে পারবেন না তাঁরা ওইদিন ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন রাজ্য বিজেপি দফতর থেকে। মোট ২২ জন রাজ্য দফতর থেকে ভার্চুয়ালি থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। অন্য রাজ্যের আসন্ন নির্বাচন নিয়েই মূলত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। কর্মসমিতির বৈঠকে। কিন্তু তার মধ্যেই বাংলার উপনির্বাচনে দলের খারাপ মান ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে বলে খবর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, সুব্রত-প্রয়াণে স্তব্ধ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): আলোর উৎসবের দিনই আঁধার নেমেছে বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে। ওই দিনই প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সুব্রতর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শোকবার্তায় দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ''''খুব তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন।' পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ''''সুব্রত বাবু এক প্রকার বাংলার রাজনীতির আইকন ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়তো ৭৫ বছর বয়সে হয়েছে, তবুও মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, '৫০/৬০ বছর ধরে রাজনীতি জীবনে সক্রিয় থেকেছেন। সামাজিক জীবনে সবার সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল। পার্টি বা বয়স কোনও কিছু উনি ভাবতেন না ব্যক্তিগত ভাবে। অনেকের অভিভাবক ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর মতো মানুষের চলে যাওয়াটা মূল্যবোধ ও পরম্পরার যে রাজনীতি সেটায় একটা বড় শুন্যতা তৈরি হয়ে গেছে। বেশ কিছু নেতাকে আমরা সম্প্রতি সময়ে হারিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় একটা শুন্যতা তৈরি হচ্ছে। উনি যে পার্টির নেতা ছিলেন সে পার্টির যেমন ক্ষতি নিঃসন্দেহে বাংলার রাজনীতির বড় ক্ষতি হল।'

বম্বে হাইকোর্টের অন্যতম শর্ত, এনসিবি দফতরে হাজিরা আরিয়ানের

মুম্বই, ৫ নভেম্বর (হি.স.): একাধিক শর্তে বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে জামিন দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। সেই শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল-প্রতি সপ্তাহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার। সেই মতো শুক্রবার এনসিবি দফতরে হাজিরা দিয়েছেন আরিয়ান খান। এদিন বেশ কিছু সময় এনসিবি দফতরে ছিলেন আরিয়ান খান। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এদিনই প্রথম জনসমক্ষে দেখা যায় শাহরুখ পুত্রকে।

প্রমোদতরী মাদক মামলায় জামিন পাওয়ার পর গত ৩০ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন শাহরুখের ছেলে আরিয়ান। কিন্তু, জামিন সময় বম্বে হাইকোর্ট জানিয়ে ছিল প্রতি সপ্তাহে এনসিবি দফতরে হাজিরা দিতে হবে আরিয়ানকে। সেই মতো শুক্রবার এনসিবি দফতরে হাজিরা দেন ২৩ বছরের আরিয়ান। দুপুর ১২.১৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের বালার্ড এস্টেটে এনসিবি দফতরে হাজিরা দেন আরিয়ান খান। উল্লেখ্য, গত ২৮ অক্টোবর আরিয়ানকে জামিন দিয়েছিল বম্বে হাইকোর্ট।

কেদারনাথে পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, মোদী বললেন সংযুক্ত হল সমস্ত মঠ ও জ্যোতির্লিঙ্গ

কেদারনাথ, ৫ নভেম্বর (হি.স.): কেদারনাথে বিভিন্ন পুনঃউন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৩০ কোটি টাকার বিভিন্ন পুনঃউন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল সমস্ত মঠ ও জ্যোতির্লিঙ্গ। পুনঃউন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সরস্বতী রিটেইনিং ওয়াল আস্থাপথ এবং ঘাট, মন্দাকিনী রিটেইনিং ওয়াল আস্থাপথ, তীর্থ পুরোহিত হাউস এবং মন্দাকিনী নদীর উপর গরুড় চট্টি সেতু।

এদিনের কেদারনাথ মন্দির চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনারা সবাই আদি শঙ্করাচার্য সমাধির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকলেন। তাঁর ভক্তরা এখানে উপস্থিত রয়েছে। দেশের সমস্ত মঠ এবং ''জ্যোতির্লিঙ্গ'' আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৩ সালে ধ্বংসলীলার পর মনে করা হয়েছিল কেদারনাথ পুনর্নির্মাণ করা যায় কি-না! কিন্তু আমি নিজে মনে করতাম, কেদারনাথ আবারও নতুন করে গড়ে উঠবে।' দিল্লি থেকে নিয়মিত কেদারনাথের পুনঃউন্নয়ন কাজ পর্যালোচনা করেছেন বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমি ড্রোন ফুটেজের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আমি এখানে সমস্ত ''রাওয়ালদের'' ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

কাটোয়ায় মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের ৫ জন

কাটোয়া, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া রোডের কামনাড়া এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের ৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে।

সূত্রের খবর, এদিন ভোরে বর্ধমানের কামনাড়া এলাকায় একটি চারচাকা গাড়ি করে ওই এগারো জন যাচ্ছিলেন। এরপর বর্ধমানের কাছে কামনাড়া এলাকায় তাদের গাড়ি একটি ডাম্পারে ধাক্কা মারে। এরপরই শেষ হয়ে যায় সবকিছু। এলাকাবাসী এসে উদ্ধার করে সকলকে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁদের। সেখানেই পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের প্রত্যেকের চিকিৎসা চলছে। এদের প্রত্যেকের বাড়িই মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার সোদপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, এয়ারপোর্ট থেকে পরিবারের এক সদস্যকে নিয়ে ফিরছিলেন তাঁরা। বাড়িতে নিয়ে আসার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুব্রত বক্সী

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার রবীন্দ্র সদনে প্রয়াত পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন সুব্রত বক্সী। অস্ফূট স্বরে কিছু বলতে চাইলেও তাঁর কণ্ঠস্বর রূদ্ধ হয়ে আসে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন দুই সুব্রত রাজনীতি করেছেন এক মঞ্চে। আবার ভোটে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও অবতীর্ণ হয়েছেন। ২০০৬ সালের বিধানসভা ফোটে কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত বক্সীর দ্বৈরথ দেখা গিয়েছিল। সেই লড়াইয়ে জিতেছিলেন সুব্রত বক্সী।

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানালেন, ছাত্র রাজনীতি করার সময় সুব্রতই ছিলেন তাঁদের উত্তমকুমার। সেই সঙ্গে ফিরহাদের মন্তব্য, "সুব্রতদা ছিলেন আমাদের হিরো। হাতে ধরে ধরে আমাকে কাজ শিখিয়েছেন। ওঁর অনুপ্রেরণাতেই রাজনীতিতে আসা।"

গত ২৪ অক্টোবর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে এসএসকেএম হাসপাতালে যাওয়ার পর সুব্রতকে ভর্তি করান চিকিৎসকেরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি হয় সুব্রতের। স্টেন্ট থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন তিনি। আইসিসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তাঁকে। খবর পেয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাত ৯টা ২২ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। শুক্রবার সকালে 'পিস ওয়ার্ল' থেকে রবীন্দ্র সদনে নিয়ে যাওয়া হয় সুব্রতের দেহ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

চিনে মৃত্যুর মুখে করোনার খরব করে সাজাপ্রাপ্ত সাংবাদিক

ইউহান, , ৫ নভেম্বর (হি.স.) : চিনে মৃত্যুর মুখে করোনার খরব করে সাজাপ্রাপ্ত সেই সাংবাদিক। জেলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছেন ওই মহিলা সাংবাদিক। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ওই আইনজীবী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করে দিয়েছেন। আর সেই কারণেই তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়।

চিনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নতুন নয়। সে উইঘুর মুসলমানদের নির্যাতনই হোক কিংবা সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ- বেজিংয়ের বিরুদ্ধে বারবারই মানবাধিকার কর্মীরা সরব হয়েছেন। সেদেশের ইউহান শহরে করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরেই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কোভিড সংক্রমণ নিয়ে সরব হওয়ার 'অপরাধে' জেলবন্দি করা হয়েছিল ঝ্যাং ঝান নামের বছর ৩৮ এর ওই মহিলা সাংবাদিককে। অভিযোগ, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন চিনে করোনার দাপাদাপি চরমে তখন তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কর্তৃপক্ষকে। নিজের স্মার্টফোনে ভিডিও তুলে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কীভাবে সংক্রমণের ধাক্কা সামলাতে ব্যর্থ প্রশাসন।স্বাভাবিক ভাবেই এরপর প্রশাসনের রক্তচক্ষু গিয়ে পড়ে তাঁর উপরে। গত বছরের মে মাসে তাঁকে আটক করা হয়। পরে ডিসেম্বর মাসে আদালত তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

বর্তমানে মৃত্যুর মুখে সেই সাংবাদিক। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ওই আইনজীবী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করে দিয়েছেন। আর সেই কারণেই তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। পরে জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে তাঁর নাকে পাইপ ঢুকিয়ে খাওয়ালেও শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। পরিস্থিতি এমনই, নিজে নিজে হাঁটাচলা তো দূরে থাক হাত তুলতেও পারছেন না ঝ্যাং ঝান। তাঁর ভাই ঝ্যাং জু জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে এই শীতের কামড় সহ্য করে তাঁর দিদির পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হতে চলেছে। টুইটারে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, সম্ভবত তাঁর দিদি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক আঙিনায়। ঝ্যাং জু আরজি জানিয়েছেন, তাঁর দিদিকে যেন দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর সাফ কথা, শাস্তি দেওয়া তো দূরে থাক আটক করার মতো কাজ ঝ্যাং ঝান করেননি। তিনি যা করেছেন, তা একজন সৎ সাংবাদিকের করারই কথা। যদিও চিনের প্রশাসন এখনও পর্যন্ত আরজিতে সাড়া দেওয়ার কোনও লক্ষণই দেখায়নি। ওই সাংবাদিকের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠের দাবি, তাঁর সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হচ্ছে না পরিবারের সদস্যদের।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পোষা কুকুর নিয়ে ফের কটাক্ষের মুখে শ্রীলেখা মিত্র, বিক্রি করতে চাইছেন নিজের ফ্ল্যাট

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর দুটি ফেসবুক লাইভকে ঘিরে প্রবল আলোড়ণ হয়। প্রথম লাইভে দেখা যায়, আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা এসে পথ-কুকুরদের প্রতিপালন নিয়ে তীব্রভাবে কটাক্ষ করছেন শ্রীলেখাকে। তাঁর সঙ্গে বচসা চলাচ্ছেন। শ্রীলেখাও বিরোধিতা করছেন। পরের লাইভে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী। দুটি লাইভ করেছেন অভিনেত্রী। প্রথমটি গন্ডগোল হওয়ার সময়, অন্যটি গন্ডগোলের পরে। সেখানে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "অনেক কষ্ট করে অ্যাপার্টমেন্টটি কিনেছি। আমার রক্ত জল করা পয়সায় কেনা। কিন্তু যা হচ্ছে আমি এখানে থাকতে পারছি না। ওরা আমার হাত ধরেছে, আমাকে পাগল বলেছে, বলেছে আমার বাড়ির বাইরে নোংরা-আবর্জনা ফেলে দেবে, কুকুরকে বিষ খাইয়ে মারবে। এত নেতিবাচকতার মধ্যে আমি হেরে গিয়েছি। আমি এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকব। যাঁরা কুকুর ভালবাসেন না, আমার থেকে এই অ্যাপার্টমেন্ট কিনে নিন। আমি আর এখানে থাকব না।" দক্ষিণ কলকাতার একটি সুন্দর সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন শ্রীলেখা মিত্র। রক্তজল করা পয়সায় কিনেছেন সেই অ্যাপার্টমেন্ট। সাজিয়েছেন মনের মতো করে। বাড়ির চিরস্থায়ী বাসিন্দারা সকলেই মেয়ে — শ্রীলেখা, তাঁর মেয়ে মাইয়া ও এক বয়স্ক দিদা। ফলে বিশেষ রঙে ও আসবাবে সাজিয়েছেন বাড়িখানা। এই তিনজন বাদেও বাড়িতে থাকে আরও তিনটি প্রাণী — চিন্তামণি, আদর ও করণ। চিন্তামণি বিদেশি বিগল সারমেয়। আদর ও করণকে রাস্তা থেকে তুলে এনে সন্তান স্নেহে লালন করছেন অভিনেত্রী।এছাড়াও, অ্যাপার্টমেন্টের আশপাশে থাকা পথ কুকুরদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীলেখা। তাদের নিয়মিত টিকাকরণ করিয়েছেন, যাতে কারও সংক্রমণ না ছড়ায়। নিজে গিয়ে তাদের খাইয়ে আসেন প্রতিদিন। এর জন্য কম লড়াই করতে হয়নি শ্রীলেখাকে। প্রতিনিয়ত বিরোধিতা করেছেন অ্যাপার্টমেন্টের অন্যান্য বাসিন্দারা। সেসব লড়াই সামলেছেন। কাউকে কাউকে পাশে পেয়েছেন। এসব তোয়াক্কা না করেই লকডাউনে কুকুরগুলোর দেখভাল করেছেন। মুখে তুলে দিয়েছেন খাবার-জল। লাইভে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর জীবনের সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের কথা বলেছেন শ্রীলেখা। বলেছেন, "কিছুদিন আগে আমি বাবাকে হারিয়েছি। আমার এই বাড়িতে আমি আছি, বুড়ি দিদা আছে, আমার মেয়ে দুই বাড়ি মিলিয়ে থাকে। আর আমার পোষ্যরা আছে। আমি এতকিছু সহ্য করতে পারছি না।

সুব্রতকে নিয়ে রূপা ছাড়াও একগুচ্ছ অস্বস্তিকর মন্তব্য, বিতর্ক নানা মহলে

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কেবল অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ই নন, অস্বস্তিকর মন্তব্য করেছেন অনেকেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিপিএম-সমর্থক বলে চিহ্নিত স্বান্তন চট্টোপাধ্যায় শুক্রবার ফেসবুকে বড় হরফে লিখেছেন, "মৃত্যু আনন্দের হতে পারে না। শোক প্রকাশের সৌজন্য ভুললেও চলবে না। তবে ইতিহাস বিস্মরণ বোধহয় আরো ভয়ানক অপরাধ! গণ-টোকাটুকির ইতিহাস, সেন্সরশিপের কালো দিন, একই সময়ে এক দলের বিধায়ক আর অন্য দলের মেয়র, হাসতে হাসতে ঘুষ নেবার ছবি বিস্মৃত হলে শঠতার প্রতীককে সততার প্রতীক বলে বিভ্রম হয়।"পৌনে চারটায়, পোস্টের ৭ ঘন্টা বাদে এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৭২, ১৩ ও ২। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, একটি কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অহনা বিশ্বাস বড় হরফে লিখেছেন, "ইতিহাসের দোহাই, নকশাল ছেলেদের সত্যিই কারা বধ করেছিল প্রকাশ্যে আলোচনা হোক।" ৩ ঘন্টায় এই পোস্টে লাইক ও মন্তব্য হয়েছে যথাক্রমে ১২৮ ও ৮২।

কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিজি তথা বিশিষ্ট স্পথি দীপঙ্কর সিংহ শুক্রবার ফেসবুকে লিখেছেন, "তিনি রাজনীতিবিদ হিসাবে বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন বা বলবো চালাক ছিলেন। বিগত কয়েক দশকের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ধূর্ত রাজনীতিবিদ। কিন্তু কথায় বলে, ''চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয়না।'' তিনিও মহৎ ছিলেন না। তবে মিডিয়া তাঁকে মহান বানানোর বহু চেষ্টা করেছে ও অনেক অজ্ঞ মানুষের কাছে মিডিয়া সফলও হয়েছে একটা পজিটিভ ইমেজ তৈরি করতে। মিডিয়া কেনো করেছে, সেটাও ভালই বুঝি ও জানি। কিন্তু যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, বাস্তব তো অন্য। আজ মৃত্যুর পরের দিন সেই সব নিয়ে ঘাঁটা সৌজন্য বিরোধী। সেই লোকটি নিজে সৌজন্যহীন মানুষ ছিলেন, তাই বলে আমরা সেই একই আচরণ করতে পারিনা। সেইরকম আচরণ করতে শিখিনি বলে। আজ সেসব নিয়ে ঘাঁটতে চাইনা। অন্যদিন, অন্য সময়ে সেইসব নিয়ে আলোচনা অবশ্যই হবে। তবে তাঁকে মহান বানিয়ে পোস্ট করে আমায় ট্যাগ করবেননা, এইটুকু অনুরোধ করতেই এই কথাগুলো লেখা। বহু মানুষের উপর তিনি অত্যাচার করেছেন, সেগুলো নিয়ে লেখার সময় অনেক আছে। আমার সঙ্গে ব্যাক্তিগত ভাবে সহজ সম্পর্ক ছিলনা, বরং পুরোপুরি শত্রুতামূলক সম্পর্কই ছিল। সামনাসামনি হয়ে গেলে অস্বস্তি বোধ করতেন। আমি ''বিন্দাস''। তার কারণ ছিল। তাই আমার আজকে কিছু বলার নেই, বা বলতে চাইনা। তিনি একটি ব্যাবস্থার ফসল, একটি কুৎসিত রাজনৈতিক ধারার বাহক। আমার কারো সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তর্ক করারও ইচ্ছা নেই। তাই যে বা যাঁরা তাঁকে মহান কীর্তিমান মানুষ ভেবে শোকে বিহ্বল হচ্ছেন, তাতে আমার কোন মন্তব্য নেই। আমি কারো মৃত্যুতে উতফুল্ল হইনা, আবার মেকী কান্নায় ভাসতেও পারিনা। দয়া করে শুধু আমায় ট্যাগ করবেন না, ত্যাগ করুন।" পৌনে চারটায়, পোস্টের ৭ ঘন্টা বাদে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১৮৮, ৫৪ ও ৪। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, মৃত্যুর পর অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ বা অভিযোগ আনা কি মৃতের আত্মাকে অসম্মান করা নয়? পাল্টা প্রশ্ন উঠেছে, কেবল গুনগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, দোষগুলো ঢেকে কাউকে মহান তকমা দেওয়ার যুক্তিটাই বা কী?

দুই মন্ত্রীর আসন ফাঁকা, আশায় বুক বাঁধছেন উদয়ন গুহ

দিনহাটা, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার পর এবং দুই প্রবীন মন্ত্রীর অসুস্থতায় রাজ্য মন্ত্রিসভায় নয়া মন্ত্রীকে নিতেই হবে। এই অবস্থায় আশায় বুক বাঁধছেন সদ্য বিধানসভা ভোটে জয়ী উদয়ন গুহ।

লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহারে ঘাঁটি শক্ত হয়েছে বলেই দাবি করে আসছিল বিজেপি। যদিও দিনহাটায় বিধানসভা নির্বাচনে কোনওক্রমে জিতে যান নিশীথ প্রামাণিক, তবে ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫৭। তাই শাসক-বিরোধী উভয়ের কাছেই এই আসন ছিল অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আর সেই আসনেই এবার কার্যত খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। যে আসনে অন্তত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে মনে করেছিল গেরুয়া শিবির, সেই আসনে শুধু জয় নয়, নজির গড়ে ফেললেন উদয়ন। উদয়ন গুহ ও বিজেপি প্রার্থী অশোক মন্ডলের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ১ লক্ষ ৬৪ হাজার। এ রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাসে কেউ, কখনও এত বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে বিধায়ক হননি। আর দেশের নিরিখে প্রথম হওয়ার রেকর্ড তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল হাজার খানেক ভোটের জন্য।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। অমিত মিত্র অসুস্থ হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা দফতর এবং শিল্প পুনর্গঠন দফতরের দায়িত্ব সুব্রতবাবুর ওপর বর্তায়। কয়েক মাস ধরে অসুস্থ রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ও স্বনিযুক্তি দফতরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে। গত জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। ২০ আগস্ট সাধনবাবুর দফতর দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুব্রতবাবুর ওপর। অমিত মিত্রের দীর্ঘ অসুস্থতায় অর্থ দফতর ছাড়াও পরিকল্পনা এবং প্রকল্প পর্যবেক্ষণ দফতরের দায়িত্ব শীঘ্রই কাউকে হস্তান্তরিত করার কথা। রাজনৈতিক মহলের খবর, বিজেপি প্রচার করেছে এবং করছে তৃণমূল উত্তরবঙ্গকে মর্যাদা দেয় না। বস্তুত গত বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী হেরেও গিয়েছেন। তাই ওই অঞ্চল থেকে অভিজ্ঞ যথেষ্ঠ বিধায়ককে পায়নি তৃণমূল। উদয়নবাবু জেতার পর সেই অভাব কিছুটা দূর হয়েছে।

চমক দিয়েছেন দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। তিনি পেয়েছেন মোট ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৫৭ টি ভোট। আর ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক মন্ডল পেয়েছেন ২৫ হাজার ৪৮৬ টি ভোট। তাই প্রতিপক্ষের সঙ্গে উদয়নের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৯। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানাচ্ছেন, এর আগে এ রাজ্যে এত বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতে কেউ বিধায়ক হননি। ফলে এ দিন রেকর্ড গড়েছেন উদয়ন। ৫৭টা ভোটের বদলা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৬৪ হাজারে।

দেশের নিরিখে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অজিত পাওয়ারের ঝুলিতে রয়েছে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিধায়ক হওয়ার রেকর্ড। এনসিপি প্রেসিডেন্ট শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। ২০১৯-এ বারামতী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রতিপক্ষকে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। বিজেপির গোপীচাঁদ পাদালকরকে হারিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৪১ ও পাদালকরের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩০ হাজার ৩৭৬। তাই আর কয়েকশ ভোট পেলেই অজিত পাওয়ারের সেই রেকর্ড ছাপিয়ে যেতেন উদয়ন গুহ। দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবধান না গড়তে পারলেও রাজ্য রাজনীতে অবশ্য নজির গড়েছেন তিনি।মন্ত্রীত্বের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে উদয়ন গুহ বলেন, "এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেবেন।"

"কত পথ চলা আমাদের", সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আব্দুল মান্নানের শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : "১৯৭০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কুমার সিংহ হলে সুব্রতদার সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বসুর লড়াই হল ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদে। দু'দিনের সম্মেলন শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর ছাত্র পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুব্রতদা। ১৯৭১ সালে প্রথম বারের জন্য বালিগঞ্জ থেকে বিধায়ক হলেন।" সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে সম্পর্কের ডালি শুক্রবার এভাবেই উজাড় করে দিলেন তাঁর দীর্ঘ দিনের সাথী, রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। মান্নানের কথায়, "ভাবতে পারিনি এমন দিন আসবে, যে দিন সুব্রতদা নেই, আর তা নিয়ে আমার স্মৃতিচারণ করতে হবে। সেই ১৯৭০ সাল থেকে আমাদের পরিচয়। সেই সময় সুব্রতদা ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি। বর্ধমানের কোর্ট চত্বরে খুন হলেন কংগ্রেসের ছাত্রনেতা গুণমণি রায়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন করতেই বর্ধমান যাচ্ছিলেন সুব্রতদা। আমি তখন ছাত্র পরিষদ করি। সে দিনই বালিতে কংগ্রেস নেতা তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করতে এসেছিলেন। সেখানে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ তারপর কত পথ চলা আমাদের। অবশ্যই সেই পথে ছিলেন সঙ্গী প্রিয়দাও। ১৯৭২ সালে উনি ফের বালিগঞ্জ থেকে জিতে মন্ত্রী হন। অল্প বয়সে মন্ত্রী হলেও ছাত্র আন্দোলন থেকে এতটুকু মন সরেনি তাঁর। কিন্তু কাজের ব্যস্ততার জন্য ১৯৭৩ সালে ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদ ছেড়ে দেন সুব্রতদা। সভাপতি হন কুমুদদা (কুমুদ ভট্টাচার্য)। নিজে সিগারেট খেতেন না সুব্রতদা, প্রিয়দাও তাই। কিন্তু কোনও দিন কাউকে নিজেদের সামনে সিগারেট খেতে বারণ করতেন না। বরং সুব্রতদা বলতেন, সিনেমার গল্প করবি না! সিগারেট খাবি না! ছাত্র আন্দোলন করবি কী ভাবে?প্রিয়-সুব্রত জুটির দুর্বার আন্দোলনের সাক্ষী আমরা। তাঁদের নেতৃত্বে আন্দোলনে যেমন ছিল আনন্দ, তেমনই ছিল উদ্দাম। সেই সময় কলকাতায় আমার যাতায়াত শুরু হয় ছাত্র আন্দোলনের সুবাদে। মহাজাতি সদনে ছিল ছাত্র পরিষদের সদর দফতর। ফলে সেখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রিয়দা এবং সুব্রতদার সঙ্গে কাটিয়েছি কত দিন। সেই সব দিন আজ খুব মনে পড়ছে। সিনেমার গল্প করবি না! সিগারেট খাবি না! ছাত্র আন্দোলন কী ভাবে করবি? এমনটাই বলতেন সুব্রতদা। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন প্রিয়দা এবং সুব্রতদার সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে হেঁটেছি। কলকাতায় অধুনা বাংলাদেশের হাইকমিশনারের দফতর তখন পাকিস্তানের। সেই অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। সংবেদনশীল বিভিন্ন বিষয়ে বার বার সুব্রতদার নেতৃত্বে আমরা পথে নেমেছি। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। এমন নজির বোধহয় দেশে আর নেই। তার পর ১৯৭৭ সালে যখন কংগ্রেস পরাজিত হল, অনেকেই দল ছেড়ে নতুন দলে গেলেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো নেতাও তখন কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় যাঁরা কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রণব মুখোপাধ্যায়, বরকত গনিখান চৌধুরী, সোমেন মিত্র এবং সুব্রতদা। হয়তো প্রত্যেকের এ বার দেখা হবে! ১৯৮২ সালের ভোটে সুব্রতদা জোড়াবাগান থেকে আবার বিধায়ক হলেন।

এ বার আমিও আরামবাগ থেকে প্রথম বার জিতে বিধায়ক হলাম। সেই সময় সুব্রতদা হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন, কী ভাবে পরিষদীয় রাজনীতি করতে হয়। কী ভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কী ভাবে বিতর্কে অংশ নিতে হয়, কী ভাবে শাসকদের আইন অনুযায়ী বিপদে ফেলা যায়। সেই সব কিছুই অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যা আমার পরবর্তী সময়ে কাজে লেগেছে।আগে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনেও বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাতে পারত। সেই সময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে পুলিশের চোখে চোখ রেখে আন্দোলন করতে বলতেন। এক কথায় বলতে গেলে প্রকৃত নেতা ছিলেন সুব্রত দা।"

পাচারকালে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ অসম পুলিশের জালে পাঁচ পাচারকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়াইবাড়ি, ৫ নভেম্বর।। পাচারের মুখে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ অসম পুলিশের জালে আটক পাঁচ পাচারকারি।শুক্রবার বিকাল চারটা নাগাদ ত্রিপুরার আগরতলা থেকে গুয়াহাটিতে পাচারের মুখে গাঁজা সহ পাচারকারিদের পাকড়াও করে অসম পুলিশ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এ সাফল্য পায় অসম পুলিশ।জানা গেছে টিআর(শূণ্য এক)বিসি(শূণ্য দুই দুই নয়)ও টিআর(শূণ্য দুই)জে(শূণ্য তিন এক পাচ)নম্বরের দুটি অল্টোতে করে পাচারকারিরা গাঁজা নিয়ে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বেরাক্ষেত্রী গেইট দিয়ে অসমে প্রবেশ করে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি অতিক্রম করে চেরাগি এলাকায় পৌঁছালে বিষয়টি বিশেষ সূত্রে জেনে নেয় স্থানীয় পাথারকান্দি থানার পুলিশ।পরে অসম পুলিশের একটি দল গাড়ি নিয়ে পাচারকারিদের পিছু ধাওয়া করে গাঁজা সহ পাচারকারিদের পাকড়াও করে।এতে দুটি অল্টোতে মজুদ থাকা মোট ১১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় যার বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে অসম পুলিশ জানিয়েছে।এ কান্ডে ধৃতদের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ দেববর্মা, বিদ্যুতকুমার দেববর্মা, বিধান পাল,অনুপ নাগ ও বাবুন ঘোষ।এদের প্রথম দুজনের বাড়ি ত্রিপুরার সিপাহিজেলায় ও বাকি তিন জনের বাড়ি উত্তর জেলার ধর্মনগরে।এ মর্মে অসমের পাথারকান্দি থানার ওসি ইন্সপেক্টর সমরজিৎ বসুমাতারি জানান,বর্তমানে ধৃতদের অসম পুলিশের হেফাজতে রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।তাদেরকে শনিবার করিমগঞ্জ সিজেএম কোর্টে সোপর্দ করা হবে।তবে জেলার পুলিশ প্রশাসনের ত্রিপুরা অসম সীমান্তের নজরদারির ভূমিকা নিয়ে আবারো প্রশ্ন চিহ্নের মুখে।

দীপাবলির রাতে অগ্নিদগ্ধ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা, মহারানী পুর সহ বিভিন্ন এলাকায় সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়দীপাবলীরাতে পৃথক পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনা প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে মহারানী এলাকায় সন্ধ্যা রাতে। এক বৃদ্ধ মহিলা তথা অর্চনা চক্রবর্তী বাড়িতে মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে অগ্নি দগ্ধ হয়। বাড়িতে কেউ না থাকায় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল।

অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে তথা যান দুর্ঘটনা টি ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাই গঙ্গা এলাকায় ।দুর্ঘটনাটি ঘটে দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে। আহত দুজনের নাম যথাক্রমে তাপস সিংহ রায় এবং শুভ হালদার তার বাড়িপ মাইগঙ্গা ও কালাংসী মুড়া। দু জনেই চিকিৎসা চলছে বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল। সংবাদে জানা যায় তাপস সিংহ রায় বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে অপর দিক থেকে আসা একটি বাইক ধাক্কা দেয়। তাতে দুজনেই গুরুতর আহত হয়। যদিও অপর দিক থেকে আসা বাইক চালক পালিয়ে যাই বলে খবর।

দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শীরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদিকে বাইক চালক তথা অপর দিক থেকে আসা বাইকের মধ্যে থাকা শুভম হালদার আকণ্ঠ মদমত্ত অবস্থায় ছিল অবস্থায় ছিল। যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে একাংশ এলাকাবাসীরা জানান ।এদিকে যদিও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ দীপাবলি উৎসবে মেতে থাকায় দুর্ঘটনার খবর নিতে আসেনি এমন টি অভিযোগ একাংশ শুভবুদ্ধি জনগণদের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুকছে কাঁকড়া ছড়া স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ নভেম্বর।। শিক্ষকদের বদান্যতায় পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের একাংশ শিক্ষকদের বদান্যতায় গরিমা হারাচ্ছে মানুষ গড়ার এই কারখানাটি। রাজ্যের শহরাঞ্চলের মডেল শিক্ষা ব্যাবস্থার পাশাপাশি উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকায় সহজ সরল কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-ব্যাবস্থার কি হাল রয়েছে তারই খোঁজ খবর নিতে আমাদের প্রতিনিধির গন্তব্য স্থল ছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে তথা মুঙ্গিয়াকামী বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীনস্থ কাঁকড়া ছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত চাঁনমনি পাড়ার কাঁকড়া ছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। হাজরাবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৪ জন, এবং তাদের শিক্ষাদানের ভার ন্যাস্ত রয়েছে ৫ জন শিক্ষকএর উপর। কিন্তু শিক্ষাদানের দায়িত্বভার নিয়ে বসে থাকা ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা সর্বদা বিদ্যালয়ে আসে না বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। অভিযোগ বিভিন্ন কাজের অজুহাত দেখিয়ে প্রতিনিয়ত স্কুলে হাজির থাকেনা শিক্ষক রা ।কাজেই বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ থাকলেও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বসে পঠন-পাঠন করানো হচ্ছে। অথচ বিগত কিছুদিন পূর্বে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী রঞ্জিত দেববর্মা হাত ধরে বেশ ঘটা করে জাঁক-জমক পূর্ণভাবে উদ্বোধন হয়েছিল বিদ্যালয়ের নতুন পাকা ভবনের।

কিন্তু ৭৪ জন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার দায়িত্বভার যে ৫ জন জাতির মেরুদন্ড শিক্ষকদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে তারা সময় মতো সর্বদা বিদ্যালয়ে না আসার দরুন এক শ্রেণিকক্ষের তলায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস করাতে হচ্ছে। এতে করে পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া করুণা পরিস্থিতির কারণে লকডাউনের বন্ধ ছিল বিদ্যালয়;মহাবিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে করুনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় বিদ্যালয় কলেজ অফিস-আদালত সমস্ত কিছু ধীরে ধীরে খোলা হলেও এই বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল কিন্তু লকডাউনের পর থেকে চালু করা হয়নি। বিদ্যালয়টি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এলাকার বেশিরভাগ জনজাতি অংশের মানুষজন জুম চাষ, বনের লতাপাতা ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিক্রি করে নিজেদের জীবন দিনাতিপাত করে। কাজেই তাদের সন্তানদের সবসময় দু”বেলা মুখে খাবার তুলে দিতে বহু কষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। সেক্ষেত্রে তাদের সন্তানরা আশা নিয়ে বিদ্যালয়মুখী হতো, বিদ্যালয়ে এলে কমপক্ষে এক বেলা পেট পুরে মিড-ডে-মিল খাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়মুখী হয় না।

আগরতলা পুর পরিষদের টাস্ক ফোর্স রাস্তার পাশে ফেলে রাখা নির্মাণ সামগ্রী তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। শ্যামা মায়ের পুজা উপলক্ষে শুক্রবার কমলপুরের প্রত্যন্ত মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাঁচি পাড়ায় অল আদিবাসী স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার কমলপুরের প্রত্যন্ত মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাঁচি পাড়ায় অল আদিবাসী স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন কমলপুর ব্লাড ডোনার এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল কান্তি পাল। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক মনু দেববর্মা, অল আদিবাসী স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা সভাপতি সুমুত সাঁওতাল, সহ সভাপতি সঞ্জয় মুন্ডা, মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সব্যসাচী গোয়ালা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী দেবনাথ। কমলপুরের প্রত্যন্ত মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাঁচি পাড়ায় এই প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মোট ১৮ জন আদিবাসী স্টুডেন্ট রক্ত দেন।

মধা বৃত্তি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ নভেম্বর।। শুক্রবার সকাল ১১ ঘটিকায় বিদ্যাপীঠ স্কুলের উদ্যোগে ব্যাঙ্গালোরের সামাজিক সংস্থা 'প্রয়াস' এর আর্থিক সহযোগিতায় মেধা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাপীঠ স্কুলের হলঘরে ,সংস্থাটি হল ব্যাঙ্গালোরের অবস্থানরত একটি সামাজিক সংস্থা, সংস্থার বর্তমান সভাপতি বিদ্যাপীঠ স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র সুব্রত রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে আইইসছে ,তারই অংশ হিসেবে আজ বিলোনিয়ার মোট ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মেধাবৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়,। অনুষ্ঠানে বিএড করার জন্য একজন ছাত্রীকে ৩০০০০ টাকা, এছাড়া তিন জনের হাতে ১০০০০ টাকা ,চার জনের হাতে ৮০০০ টাকা,৫ জনের হাতে ৫০০০ টাকা, আট জনের হাতে চার হাজার টাকা ,করে মোট ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা চেক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একাংশ জনগণের অভিযোগ ।দীর্ঘদিন ধরে অবস্থার মধ্যে দিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার পরিসেবা চলছে। মুমুর্ষ রোগী থেকে শুরু করে গুরুতর আহত অবস্থায় রোগীরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

ফের যান দুর্ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন জাতীয় সড়কের ধর্মনগর এর পুরাতন টি আর টি সি এলাকায় শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ। আহত যুবকের নাম পিন্টু দাস, পিতা সন্তোষ দাস বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন বালুছড়া এলাকায় ।এদিকে হাসপাতালে ডিউটিতে সঠিক সময় না আসাতে দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টা বিনা আহত যুবকের রক্তক্ষরণ থেমে নেয়।

সংবাদে জানা যায়, টি আর ০৬ ৮১০৩ নম্বরে একটি বাইক নিয়ে পিন্টু দাস নামে একটি আহত যুবক টি তেলিয়ামুড়া থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির মধ্যে ধাক্কা লাগে। তাতে ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত ওই যুবক ।প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকল কর্মীদের খবর দিলে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় পিন্টু দাস কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসক থাকলেও জিডি এ স্টাফদের দেখা পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টা যাবত রক্তক্ষরণ এর শারীরিক অবস্থা অবনতি ঘটতে থাকে। এদিকে জি ডি একস্টাফ রাজু গোয়ালা আমাদের জানায় রাজু গোয়ালার ডিউটি ছিল রাত তো প্রায় আটটা পর্যন্ত তার পরেও আরও আধা ঘন্টা বেশি সময় ডিউটি করলেও রিলিভার দেখা মেলা দায় হয়ে যায় সেদিন রাতে ডিউটি ছিল জিডিএস স্টাফ হিসেবে নারায়ন সরকার এবং এবং আমি আমির দেববর্মার বার বার ফোন করা সত্ত্বেও হাসপাতালে সঠিক সময়ে ডিউটিতে আসতে তাদের অনীহা দেখা যায় হসপিটালের একটি সূত্রে জানা যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক অজিত দেববর্মার ছত্রছায়ায় পালিত এই জিডিএস ধাপগুলি প্রতিনিয়ত নিজেদের মর্জিমাফিক ডিউটিতে আসে এবং যায়। দীর্ঘ প্রায় ন”টা নাগাদ জিডিএ স্টাফ হাসপাতলে পদার্পণ করেন এবং ওই মুমূর্ষু রোগীকে চিকিৎসা সেবার আওতায় আনা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রায় দশটা নাগাদ ওই মুমূর্ষু রোগীকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

একজন সেবিকা তথা শাসক দলের ছত্রছায়ায় পালিত সেবিকা রিতা বণিক এর দূর ব্যবহারে দীর্ঘদিন ধরেই রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজন নাজেহাল অবস্থায়। সে নাকি বাম জামানার ছত্রছায়ায় যেমন পালিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে একছত্র অধিপতি এবং বর্তমান জমানায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতলে নিজেকে জাহির করতে কোন প্রকার খাদ্যের নাম বলে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজনদের প্রতিনিয়ত চলছে এই বণিক সেবিকার দুর্ব্যবহার এর পালা ।তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ কিছু কিছু সেবিকার দৌলতে রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজন রা বেকায়দায় পড়ে যায়। শুধু তাই নয় একজন অধ্যক্ষ সেবিকার জন্য দীর্ঘ বছর ধরেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে সেবিকাদের কাছে আশ্রয় নেওয়া রোগী এবং রোগীর পরিজনরা দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত এমনটাই অভিযোগ রোগীর আত্মীয় পরিজনদের।

এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসলে ঐরকম কিছু সেবিকার দুর্ব্যবহারে হাসপাতালে আসতে নারাজ এমনই এক ঘটনা ঘটলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এখন দেখার বিষয় ওই রিতা বণিক সেবিকার দাপট রাম জানাতেও কিভাবে কায়েম থাকে। বিগত দিনগুলিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এমন কিছু না থাকলেও করিৎকর্মা কয়েকজন চিকিৎসকের দৌলতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা লাটে উঠেছে।

বিজেপির বুথ কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ নভেম্বর।। আগামী ২৫ শে নভেম্বর আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সাথে সাথে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের অন্তর্গত ১১ নং ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী চম্পা পালকে বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যে বরিষ্ঠ বিজেপি নেতৃত্বসহ সকল অংশের কর্মী সমর্থকরা শামিল হয়- শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারত চন্ড নগর ব্লক এর চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাসের হাত ধরে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করে শালটিলাস্থিত নির্বাচনী বুথ কার্যালয়। ভারতীয় জনতা পার্টির বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার ,দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, বিজেপি মনোনীত প্রার্থী চম্পা পাল,নির্বাচনী কনভেনার সহ পার্টির সকল স্তরের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী বুথ কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এলাকার ভোটার এবং সাধারন জনগনের উদ্দেশ্যে -কার্যালয় প্রাঙ্গণে আসন্ন নির্বাচনী লড়াইয়ে মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে- বক্তব্য রাখেন উপস্থিত নেতৃত্বরা।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আরসিপিই কমপ্লেক্সে অবস্থিত পরিত্যাক্ত মসজিদ পরিদর্শন করেন। পুলিশ তাঁদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্ত তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশ কর্মীদের অপমান করেন এবং পুলিশের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা মোবাইল ক্যামেরায় মিথ্যা তথ্য রেকর্ড করছিলেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টায় ছিলেন। তাই, পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেন এবং তাঁদের নোটিশ পাঠান। পানিসাগর থানার পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১২০বি, ১৫৩এ, ১৫৩বি, ৫০৩ ও ৫০৪ এবং ইউএলএ(পি) ১৩ ধারায় মামলা রুজু করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর হওয়ার বিধান রয়েছে। তাই, পুলিশ তাঁদেরকে থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য সিআরপিসি ৪১ ধারায় নোটিস পাঠিয়েছিল এবং ৫ নভেম্বর থানায় হাজির থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্ত, তাঁরা নোটিস গ্রহণে অস্বীকার করেন। তাই, পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে এবং আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত তাঁদের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। এদিকে, ওই চারজনের মধ্যে একজনের পরিচয় পত্র ভুয়ো ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলেন মুদাসসির নাদির দীভাকর, আসানুল হক, আসিফ রাজা খান এবং কামারগানি উসমানী।

পুলিশের উচ্চ আধিকারিকের দাবি, পানিসাগরের ঘটনায় ইতিপূর্বে আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারাও বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ২৬ অক্টোবরের ঘটনায় চারটি মামলা রুজু হয়েছে।

কেওড়াতলায়

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া হয় তাঁর দেহ। বাম-ডান শিবিরের নেতাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অগণিত সাধারণ মানুষ। কোভিড মেনে শ্রদ্ধা জানান সকলে। দুপুর ২টো অবধি রবীন্দ্র সদনেই শায়িত ছিল সুব্রতর দেহ। এর পর বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয় সুব্রতকে। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের মুখ্য সচেতক পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ বিধায়করা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। বিজেপি বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বেলা ৩টে নাগাদ বাসভবনে নিয়ে আসা হয় সুব্রতর দেহ। এর পর একডালিয়া এভারগ্রিনে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ক্লাব অন্তঃপ্রাণ 'দাদা' যে আর নেই, তা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না অনেকে। ক্লাবের কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা জানানোর পর সুব্রতর দেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশে রওনা দেয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রীর নশ্বর দেহ। সুব্রত মুখার্জি অমর রহে লেখা ব্যানার নিয়ে শেষযাত্রায় সামিল হন হাজার হাজার মানুষ। মিছিলের ভিড়ই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক কতটা জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

মশাল

● প্রথম পাতার পর

সামরিক মর্যাদায় স্বর্নিম বিজয় মশালটিকে স্বাগত জানান।

শনিবার রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ন আর্য এলবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মারক উদ্যানে যুদ্ধের হিরোদের সম্মানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। বিকালে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পরিক্রমার মধ্য দিয়ে স্বর্নিম বিজয় মশালটিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা।

স্বর্নিম বিজয় মশাল ত্রিপুরায় আসা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। আর এই স্বর্নিম বিজয় মশালকে স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠানে সামিল হতে পেরে খুশি ব্যক্ত করেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। ৫৭ মাউন্টেইন আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নিলেশ চৌধুরী জানান, ত্রিপুরাবাসি ও ভারতীয় সেনার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে তা দেখা গেছে। সেই মিল এখনো রয়েছে। স্বর্নিম বিজয় মশাল ত্রিপুরা রাজ্যে এসে পৌঁছেছে এইটা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই স্বর্নিম বিজয় মশাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করবেন বলেও জানান তিনি।

গজারিয়ায়

● প্রথম পাতার পর

বলতেই এলোপাতাড়ি দা এবং লাঠি নিয়ে রক্তাক্ত করে স্ত্রী নাসিমা আক্তারকে। পরবর্তী সময় গৃহবধু চিৎকার শুনে পার্শবর্তী এলাকার লোকজন তড়িঘড়ি ছুটে আসে রফিজ মিয়ার বাড়িতে। এলাকার লোকজন আসতেই স্বামী বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এলাকার লোকজন রক্তাক্ত গৃহবধূকে স্থানীয় একটি গাড়ি করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ।বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে গৃহবধূ নাসিমা আক্তার দ্বারস্থ হন বিশালগড় মহিলা থানার। এখন দেখার বিষয়, বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ স্বামীর বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা।

রোগীরা

● প্রথম পাতার পর

লোকজন। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে রোগীর আত্মীয় পরিজনদেরকে বলা হয় স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্বে থাকা ছঙ্গথঞ্জ জ্যোতির্ময় দাসের সঙ্গে কথা বললে এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানান। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সাফাই কর্মীদের দায়িত্বে থাকা সিস্টার ইনচার্জসহ অন্যান্যরা একই কৌশল নেন। এখন দেখার বিষয় খবর প্রকাশ হবার পর স্বাস্থ্য দপ্তর কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে কি না। রোগীর আত্মীয় পরিজনরা ক্ষোভের মুখে মুখ খুললেন স্বাস্থ্যপরিসেবা দায়িত্বে থাকা এসডিএমওর বিরুদ্ধে।

বিশালগড়

● আটের পাতার পর

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনে নির্বাচন হবে। শুক্রবার মহকুমা শাসক রতন বিশ্বাসের চেম্বারে সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র স্কুটিনি করা হয়। সোনামুড়ার মহকুমা শাসক রতন বিশ্বাস জানান সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের দু”টি আসনে দু”টি রাজনৈতিক দল দু”জন করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে একটি করে মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে একজন নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছে। মহকুমা শাসক জানান আগামী ৮ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বলা যাবে নির্বাচনে কতোজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে এবং কয়টি আসনে নির্বাচন হবে। বিজেপির সিপাহীজলা (দক্ষিণ) জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য জানান মেলাঘরে একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। সোনামুড়া এবং মেলাঘরের ২৫ টি আসনেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বিজেপি।

ক্রীড়াঙ্গন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের নতুন সূচি ঘোষণা করল সিএসএ

জোহানেসবার্গ, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তিন ফর্ম্যাটের সিরিজ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা দেবে ভারতীয় দল। সেই সফরের টেস্ট সিরিজেরই সূচি পরিবর্তনের ঘোষণা করল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)।

মহত্মা গান্ধী ও নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত গান্ধী-ম্যান্ডেলা সিরিজে তিন টেস্ট খেলবে ভারত ও প্রোটিয়া দল। সেই সিরিজের শেষ টেস্ট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল জোহানেসবার্গে। তবে নতুন বছরে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের ঠিকানা বদল করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে। জোহানেসবার্গে ১৭ ডিসেম্বর থেকে প্রথম টেস্ট খেলা হবে। শেষ টেস্টটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেপ টাইনে। ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেই টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টটি বক্সিং ডেতে সেঞ্চুরিয়ানে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার ডিরেক্টর গ্রেম স্মিথ ভারত সিরিজ সম্পর্কে বলেন, 'ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতকে এদেশে স্বাগত জানায়, তাও এমন এক বছরে যে বছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পর প্রোটিয়া দলের প্রথম ভারত সফরের তিন দশক পূর্ণ হচ্ছে। এটা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আমাদের ভাল সম্পর্কেরই পরিচয় বহন করে।'

দক্ষিণ আফ্রিকাই অবশিষ্ট এমন দেশ যেখানে আজ অবধি টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। সেই পরিসংখ্যান এবার বদলে ফেলতে বদ্ধপরিকর হবেন কোহলিরা। তিন টেস্ট বাদে তিনটি ওয়ান ডে এবং চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজও এই সফরে খেলবে ভারতীয়।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আফগানিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ আপাতত বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : জল্পনাকে সত্যি করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট সিরিজ আপাতত বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার সকালে ২০২১ সালের ক্রিকেট সময়সূচি প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সেখানেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। আপাতত তেমন কোনও সুযোগ না থাকায় ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্টটি বাতিল করে দিয়েছে অজি বোর্ড।

আফগানিস্তানের একমাত্র টেস্ট বাতিল করার জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। এবার সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল অজি বোর্ড। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ আপতত বাতিল বলে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের তরফে। এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানায়, 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আফগানিস্তান সহ গোটা বিশ্বেই পুরুষ এবং মহিলা, উভয়েরই ক্রিকেটের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মনে হয়েছে পরবর্তীকালে অবস্থান আরও পরিস্কার না হওয়া অবধি এই টেস্ট ম্যাচটা বাতিল করা উচিত।' প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে তালিবানি দখলে লন্ডভন্ড গোটা আফগানিস্তান, অনিশ্চিত দেশের ক্রিকেট ভবিষ্যতও। তালিবান ক্ষমতার দখল নিজেদের হাতে নিয়েই দেশের মহিলাদের জন্য বিশেষ করে একাধিক ফরমান জারি করে। তাদের ক্রিকেট খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই গর্জে ওঠে অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ায় মহিলা ক্রিকেট ভীষণই জনপ্রিয় এবং বরাবরই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেটের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। সেখানে মহিলাদের ওপর ক্রিকেট খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পরই পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না করে সমান সুযোগের দাবি জানায় বোর্ড। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের পক্ষ থেকেই প্রবলভাবে একে সমর্থন জানানো হয়। তারই প্রভাবেই যে অস্ট্রেলিয়া রশিদদের বিরুদ্ধে টেস্ট বাতিল করল করল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নামিবিয়াকে ৫২ রানে হারিয়ে দু' নম্বরে উঠে এল নিউজিল্যান্ড

দুবাই, ৫ নভেম্বর (হি.স) : ভারতীয় সমর্থকরা এবার আশাহত। শুক্রবার ৫২ রানে জিতে টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখল নিউজিল্যান্ড। পয়েন্ট তালিকায় তিন থেকে দু' নম্বরে উঠে এল উইলিয়ামসনের দল। প্রথম ১০ ওভারে নিউজিল্যান্ড করেছিল ৬২ রান। আর শেষ চার ওভারে কিউয়িরা তোলে ৬৭ রান। সব মিলিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারের শেষে নিউজিল্যান্ড করে ৪ উইকেটে ১৬৩ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নামিবিয়া ২০ ওভারে করে ৭ উইকেটে ১১১ রান।

এদিন টস জিতে নামিবিয়া প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে নিউজিল্যান্ড ও নামিবিয়ার দেখা হয়েছিল শারজায়। একটি মাত্র টি-২০তে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ। তবে নিউজিল্যান্ডের অধিকাংশ ক্রিকেটারই সেই ম্যাচে অংশ নিতে পারেননি। কারণ সেই সময়ে আইপিএল চলছিল। ধারে ও ভারের দিক থেকে নিউজিল্যান্ড অনেক শক্তিশালী। কেন উইলিয়ামসনের দলের সঙ্গে নামিবিয়ার কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু ম্যাচটার গুরুত্ব অন্য জায়গায়। এই গ্রুপে পাকিস্তান চারটি ম্যাচ জিতে আগেই পৌঁছে গিয়েছে সেমিফাইনালে। বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই চলছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে। নামিবিয়ার সঙ্গে ম্যাচে কিছুটা হলেও রান রেট বাড়িয়ে রাখল নিউজিল্যান্ড।

ভারত সফরে নেই বোল্ট, ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা নিউজিল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ৫ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপ শেষেই ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ। তিনটি টি-২০ ম্যাচ ও দুটি টেস্ট ম্যাচের সিরিজ খেলবেন কেন উইলিয়ামসনরা। বিশ্বকাপ চললেও, তার মাঝেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতিটাও শুরু করে দিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা নিউজিল্যান্ডের। শুক্রবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। তবে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেননা ট্রেন্ট বোল্ট ও কলিন ডে গ্র্যান্ডহোম।

ভারতের মাটিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ। তাই পেসের তেকে স্পিন আক্রমণের ওপরই বিশেষ জোর দিচ্ছে কিউই টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্যের দলে পাঁচ স্পিনারকে রাখারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। আজাজ প্যাটেল, উইল সমারভিল, স্যান্টনারের সঙ্গে তরুণ রচিন রবীন্দ্রা এবং গ্লেন ফিলিপসকে রাখার সিদ্ধান্ত টিম ম্যানেজমেন্টের। ট্রেন্ট বোল্ট এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ড বোলিং লাইনআপের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু টানা ৬০দিন কঠোর কোয়ারেন্টাইনে কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর আবেদনে সারা দিয়েই বোল্টকে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হলেই অবসর, জানিয়ে দিলেন ডোয়েন ব্র্যাভো

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন, জানিয়ে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অল-রাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভো। ৩৮ বছরের ব্রাভো জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয় সঠিক সময় এসেছে।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই অলরাউন্ডার সাতটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছেন এবং ২০১২ ও ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ট্রফি জিততে সাহায্য করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করে ব্রাভো জানিয়েছেন, 'আমার খুব ভাল ক্যারিয়ার ছিল। ১৮ বছর ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করেছি, কিছু ওঠা-নামা ছিল, কিন্তু আমি যখন ফিরে তাঁকাই, বুঝতে পারি ক্যারিবিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য খুব কৃতজ্ঞ।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার ১২ পর্বে চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেমিফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি ক্যারিবিয়ানরা।

আইসিসি-র অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় আসিফ-শাকিব-ডেভিড

দুবাই, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটারের দৌড়ে আসিফ আলি, শাকিব আল হাসান ও ডেভিড ওয়েইস। বিগত মাসের পারফর্মেন্সের নিরিখে আইসিসি-র তরফে অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেয়েছেন পাকিস্তানের বিধ্বংসী ব্যাটার আসিফ আলি, বাংলাদেশের অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান ও নামিবিয়ার অলরাউন্ডার ডেভিড ওয়েইসে।

চলতি টি২০ বিশ্বকাপে অন্তত দু'টি ম্যাচে পাকিস্তানের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন আসিফ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দিকে ১২ বলে ২৭ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। পরের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক ওভারে চারটি ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতান আসিফ। বিশ্বকাপে সে রকম ছাপ ফেলতে না পারলেও অক্টোবরে ছ'টি টি২০ ম্যাচে ১৩১ রান করেছেন শাকিব। নিয়েছেন ১১টি উইকেট। ওয়েইসে নামিবিয়ার হয়ে আটটি ম্যাচে ১৬২ রান করেছেন ও সাত উইকেট নিয়েছেন। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে তাঁর ম্যাচ জেতানো ৬৬ রানের ফলেই বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিতে পেরেছে নামিবিয়া।

আইসিসি-র একটি স্বাধীন ভোটিং অ্যাকাডেমি ও বিশ্ব জুড়ে সমর্থকদের ভোটের মাধ্যমে এই তিন জনের মধ্যে থেকে এক জনকে বেছে নেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহে তাঁর নাম ঘোষণা করবে আইসিসি।–

আকাশপথ ব্যবহারের বিষয়ে পাকিস্তানকে পুনর্বিবেচনার আর্জি ভারতে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স) : শ্রীনগর শারজা বিমান চলাচলের জন্য প্রয়োজন পাকিস্তানের আকাশপথ। তবে সেই আকাশপথ ব্যবহার করতে দিতে নারাজ ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে বলল নয়াদিল্লি। ভারতের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পাকিস্তান যেন তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের ভাবনা চিন্তা করে। কারণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক স্তরে এই নিয়ে দুই দেশের আলোচনা চলতে পারে। কেন্দ্র সরকারের সূত্র জানায়, পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হোক অভ্যন্তরীণ স্তরে। কারণ এই বিমান পথ সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রথম চারটি ফ্লাইট ২৩,২৪, ২৬ ও ২৮ অক্টোবর - তাদের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু তারপর ৩০ অক্টোবর থেকে এক মাসের জন্য অনুমতি প্রত্যাহার করে। যে ফ্লাইটের উড়ান নিয়ে প্রশ্ন, সেটি হল গো ফার্স সংস্থার। উল্লেখ্য, শ্রীনগর- শারজা, ২০০৯ সালে প্রায় ১১ বছর আগে প্রথম উড়ান পরিষেবা চালু হয়েছিল। এটি একটি আন্তর্জাতিক বিমান রুট। সম্প্রতি সেই রুটটিকে আবার চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। ১১ বছর আগে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস শ্রীনগর থেকে দুবাই- এই রুটে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা শুরু করেছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় বোলিংয়ের কাছে দাঁড়াতে পারল না স্কটল্যান্ড, ভারতের লক্ষ্য ৮৬

দুবাই, ৫ নভেম্বর (হি.স) : আজ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে টিকে থাকতে গেলে আজকের ম্যাচটা জেতা বিরাটদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিন টস জিতে প্রথম বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় বোলারদের পারফরম্যান্সের দিকেই এদিন তাকিয়েছিলেন সকলে। শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন বুমরা, সামি। এরপরই মাঠে জাদেজা ম্যাজিক। তিন উইকেট নিয়েই একাই খেলা ঘুরিয়ে দেন। ১৭ ওভারে বল করতে এসে বাকি কাজটা করে দেন সামি। তিনিও নেন তিন উইকেট। ভারতের লক্ষ্য ৮৬।

প্রথম ২ ম্যাচে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলেও তৃতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিরাট বাহিনী।

যার ফলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও টিকে রয়েছে ভারতীয় দল। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ই লক্ষ্য ভারতের। তবে শুধু নিজেদের জয়ই নয়। তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের দিকেও। টানা চারটি ম্যাচ জিতে ভারতের গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমি-ফাইনালে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখন লড়াই মূলত ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে।

বিধ্বংসী পারফরম্যান্স টিম ইন্ডিয়ার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট জয় কোহলিদের

দুবাই, ৫ নভেম্বর (হি.স) : বোলিং থেকে ব্যাটিং, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী পারফরম্যান্স ভারতের। স্কটিশ বাহিনীকে উড়িয়ে বিরাট জয় কোহলি বাহিনীর। ৮ উইকেটে স্কটল্যান্ডকে হারাল ভারত। সেইসঙ্গে রানরেটেও অনেকটা এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া।

আফগানিস্তানকে নিউজিল্যান্ডকে হারাতেই হবে। সেই হিসাবের পাশাপাশি শেষ তিনম্যাচে জিততেই হবে ভারতকে। তাও আবার বড় রানরেট রেখে। সেই হিসাব মাথায় নিয়েই এদিন স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। এদিন টস জিতে প্রথম বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় বোলারদের পারফরম্যান্সের দিকেই এদিন তাকিয়েছিলেন সকলে। শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন বুমরা, সামি। এরপরই মাঠে জাদেজা ম্যাজিক। তিন উইকেট নিয়েই একাই খেলা ঘুরিয়ে দেন। ১৭ ওভারে বল করতে এসে বাকি কাজটা করে দেন সামি। তিনিও নেন তিন উইকেট। ভারতের লক্ষ্য ৮৬। জবাবে এদিনও বাট হাতে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন রোহিত-রাহুল জুটি। ১৮ বলে ঝোড়ো ৫০ রান লোকেশ রাহুলের। রোহিত শর্মা ১৬ বলে ৩৬ রানে ফেরেন। বাকিটা সামাল দেন কোহলি আর সূর্যকুমার যাদব। উইনিং স্ট্রোক নেন সূর্যকুমার। মাত্র ৬ ওভার তিন বলেই ম্যাচ জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া। টানা চারটি ম্যাচ জিতে ভারতের গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমি-ফাইনালে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখন লড়াই মূলত ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে।

PRESS NOTICE INVITING EoI No: 09/E0/TRRDA/2021-22 dated 2nd November 2021
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

- **The Empowered Officer,** Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites Expression of Interest (EoI) for Empanelment of Independent State Quality Monitors (SQMs) under 2",1 Tier Quality Monitoring Mechanism of PMGSY.

Date of release of Expression of Interest: 02/11/2021 (ddimm/yyyy)
Last Date/ Time for receipt of Expression of Interest: 20/11/2021 upto 1500 HRS.
For details please log on to: www.pmgsytenderstrp.gov.in or https://eprocure.gov.in/epublish/app

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

ICA-C-2566/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/35/2021-22 Dated: -02/11/2021

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in `)	EARNEST MONEY (in `)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME OF DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF TTENDERER
1	DNIeT No:- EE-IED/UDP/111/2021-22	₹17,99,304.00	₹ 17,993.00	90 days	Up to 15.00 Hrs on 16.11.2021	At 15.30 Hrs on 17.11.2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:- EE-IED/UDP/113/2021-22	₹11,67,261.00	₹11,673.00	60 days				

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-2573/2021-22

(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) vide **PNIeT No. 15/EE/TLM/2021-22, Dt. 26/10/2021** for the following works up to **3.00PM on 16/11/2021**. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from **28/10/2021 to 16/11/2021**. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	Mtc. Of PMGSY roads under Teliamura Division during the year 2021-22/ Periodical mtc. of the road from TK road (Darjiling Para) to Budhai Sanyasi Para under the jurisdiction of Teliamura Sub Division-I, Link No L042 (L-1.835 Km) during the year 2021-22/ SH: Grouting, Re-Carpeting, sand seal coat, patch metalling and drain etc. **DNIT No: 41/SE-II/PWD(R&B)/2021-22.**	Rs. 42,50,974.00	Rs. 42,510.00	03 (Three) months	Appropriate Class

ICA-C-2571/2021-22

(Er. G. Jamatia)
Executive Engineer
Teliamura Division, PWD(R&B).

ইন্দ্রনগর কালী মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তাঁর স্ত্রী নীতি দেব। ছবি নিজস্ব।

ভারত এখন সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে ভয় পেতে ইচ্ছুক নয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

কেদারনাথ, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ভারত এখন আর সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে ভয় পেতে ইচ্ছুক নয়। দেশ বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করছে, কঠিন সময়সীমা নির্ধারণ করছে। কেদারনাথে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে কেদারনাথে বিভিন্ন পুনঃউন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৩০ কোটি টাকার বিভিন্ন পুনঃ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সরস্বতী রিটেইনিং ওয়াল আস্থাপথ এবং ঘাট, মন্দাকিনী রিটেইনিং ওয়াল আস্থাপথ, তীর্থ পুরোহিত হাউস এবং মন্দাকিনী নদীর উপর গরুড় চট্টি সেতু।

এদিন কেদারনাথ মন্দির চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনারা সবাই আদি শঙ্করাচার্য সমাধির উদ্বোধনের সাক্ষী থাকলেন। তাঁর ভক্তরা এখানে উপস্থিত রয়েছে। দেশের সমস্ত মঠ এবং "জ্যোতির্লিঙ্গ" আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৩ সালে ধ্বংসলীলার পর মনে করা হয়েছিল কেদারনাথ পুনর্নির্মাণ করা যায় কি-না! কিন্তু আমি নিজে মনে করতাম, কেদারনাথ আবারও নতুন করে গড়ে উঠবে।' দিল্লি থেকে নিয়মিত কেদারনাথের পুনঃউন্নয়ন কাজ পর্যালোচনা করেছেন বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমি ড্রোন ফুটেজের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আমি এখানে সমস্ত "রাওয়ালদের" ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'যেমনটা হওয়া উচিত ছিল, সেভাবেই এখন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলিকে দেখা হচ্ছে। পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে অযোধ্যায় ভগবান রামের একটি বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে, অযোধ্যা ফিরে পাচ্ছে নিজস্ব গৌরব। দু"দিন আগেই অযোধ্যায় দীপোৎসবের আয়োজন গোটা বিশ্ব দেখেছে। ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক রূপ কেমন ছিল, আমরা তা এখন কল্পনা করতে পারি। একইভাবে বিশ্বনাথ ধামের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'এখন দেশ বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করছে, কঠিন সময়সীমা নির্ধারণ করছে, তাই কিছু মানুষ বলছে, এত অল্প সময়ে এসব হবে কী করে! হবে না-কি হবে না! তখন আমি বলি, ভারত এখন আর সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে ভয় পেতে ইচ্ছুক নয়।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, চারধাম সড়ক প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ভবিষ্যতে গাড়ির মাধ্যমে ভক্তদের যাতে কেদারনাথে আসতে পারেন, সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে।'

শুক্রবার অনেক সকালেই দেহরাদুন বিমানবন্দরে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) গুরমিত সিং ও মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি-সহ অন্যান্যরা। সেখান থেকে কেদারনাথে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য অনেক আগে থেকেই সেজে উঠেছিল কেদারনাথ। কেদারনাথ মন্দিরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রীতি মেনে ভগবান শিবের পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূজার্চনার পর আরতি করেছেন মোদী। তারপর কেদারনাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ দেশে সক্রিয় রোগী ০.৪৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৭২৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২২১ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,১৬৫ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২৩ শতাংশ। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৪৮,৯২২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৪৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১২,৭২৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৭৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৭,৭০,৪৬,১১৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২২১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৯,৮৭৩ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,১৬৫ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৭,২৪,৯৫৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৩ শতাংশ।

বিশালগড় পুর পরিষদের সব মনোনয়ন বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ নভেম্বর।। বিশালগড় পৌর পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র স্কুটিনি করা হয় শুক্রবার। এদিন এ আর ও তথা বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের চেম্বারে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র গুলি স্কুটিনি করা হয়। যদিও বিশালগড় পুর পরিষদ নির্বাচনে একমাত্র বিজেপি দল সবগুলি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। গত ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের অন্তিম দিনেও প্রার্থী খুঁজে পায়নি বিরোধীরা।

যা-ই হোক শুক্রবার স্কুটিনি শেষে মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য জানান ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫ টি মনোনয়নপত্র জমা হয়েছে। শুক্রবার মনোনয়নপত্র স্কুটিনি করা হয়। সবগুলি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে জানান মহকুমা শাসক। স্কুটিনি কার্যক্রমে বিজেপির জেলা সভাপতি তথা পুর পরিষদের প্রার্থী অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ সকল প্রার্থী এবং প্রস্তাবক উপস্থিত ছিলেন। জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ জানান কোন বিরোধীদল যেহেতু প্রার্থী দেয়নি স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।

কিন্তু আগামী ৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে সরকারিভাবে বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। এদিকে সোনামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মেলাঘর পুর পরিষদ এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র স্কুটিনি করা হয়। মেলাঘর পুর পরিষদে ১৩ টি আসনের মধ্যে ১২ টি তে নির্বাচন হবে। একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলির রাতে ১৮৮ বার ফোন দিল্লি দমকলে, বড় অগ্নিকাণ্ড কোথাও হয়নি

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): দীপাবলির রাতে ১৮৮ বার ফোন বাজল দিল্লি দমকলের। বৃহস্পতিবার রাত বারোটার আগে ১৫২টি আগুন লাগার ফোন পায় দিল্লি দমকল এবং বারোটার পর ৩৬ বার বেজে ওঠে দিল্লি দমকলের ফোন। তবে, দীপাবলির রাতে দিল্লির কোথাও বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, এ বছর দিল্লিবাসী অনেক কম আতশবাজি ফাটিয়েছে।

দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত বারোটার আগে ১৫২টি আগুন লাগার ফোন পায় দিল্লি দমকল এবং মধ্যরাতের পর ৩৬ বার বেজে ওঠে দিল্লি দমকলের ফোন। শুক্রবার সকালে দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছর আগুন লাগার ফোন কম এসেছে দমকলে। এ বছর দিল্লিবাসী অনেক কম আতশবাজি ফাটিয়েছে। বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়নি।

২৪ ঘন্টায় অনেক কম টিকাদান ভারতে ১০৭.৭০-কোটির উর্ধ্বে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেক কম টিকাদান হল ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৭,৭০,৪৬,১১৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৭৬ জনকে।

ভারতে ৬১.৩০-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ৬,৭০,৮৪৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬১,৩০,১৭,৬১৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৬,৭০,৮৪৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৭২৯ জন।

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে গাছে ধাক্কা গাড়ির অকাল-মৃত্যু ৫ জনের

কুরুক্ষেত্র, ৫ নভেম্বর (হি.স.): হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই গাড়িতে থাকা ৫ জনের। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের শাহাবাদের নালভি গ্রামের কাছে। মৃতদের নাম-গোন্ডি, গুরমিত, অঙ্কিত, ব্রিজপাল ও বিশাল। প্রত্যেকের বাড়ি শাহাবাদে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ শাহাবাদের নালভি গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এদিন সকালে একজন পথচারীর নজরে আসে প্রথম দুর্ঘটনাটি। তিনি পুলিশের খবর দেন। তারপর পুলিশ এসে ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুরুক্ষেত্রের এলএনজেপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়িটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু বেড়ে ২৩, গোপালগঞ্জেই ১১ জন

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের গোপালগঞ্জ ও বেতিয়াহ জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ২৩ জনের। শুধুমাত্র গোপালগঞ্জ জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। বাকি ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বেতিয়াহ জেলায়। বিহারের মন্ত্রী সুশীল কুমার শুক্রবার জানান, গোপালগঞ্জে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং বেতিয়াহ জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর মন্ত্রী আরও জানান, বেতিয়াহ জেলায় আরও দু"জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধুমাত্র বেতিহায় জেলায় বিষমদ খেয়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মন্ত্রী সুশীল কুমার আরও জানিয়েছেন, হাপসাতালে যাঁরা ভর্তি রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্থিতিশীল।

বেতিয়াহ ও গোপালগঞ্জে বিষমদ খেয়ে প্রাণহানির ঘটনায় বিহারের মন্ত্রী জনক চামার জানিয়েছেন, যাঁরা বিষমদ খেয়েছেন প্রত্যেকেই দরিদ্র। ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অভিযান চলছে। দুর্বলরাই ধরা পড়ে, তাঁরাই মারা যায় এটা দুর্ভাগ্যজনক। বিহারের মন্ত্রী শাহনওয়াজ হুসেন বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে। যাঁরা বিষমদ সরবরাহ করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পঞ্জাব আমার আত্মা, যা করব রাজ্যের জন্য : সিধু

চন্ডীগড়, ৫ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব তাঁর আত্মা। তিনি যা করবেন তা শুধুমাত্র পঞ্জাবের জন্য। সেটাই তাঁর লক্ষ্য। জানিয়ে দিলেন পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি পদ থেকে আমি নিজের ইস্তফা প্রত্যাহার করেছি। শুক্রবার নভজ্যোৎ সিং সিধু জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত কিছু নেই। আমি রাজ্যের স্বার্থে তাঁর (চরণজিৎ সিং চাননি) সঙ্গে কথা বলব। রাজ্যের স্বার্থে যা কিছু করা যায় তা নিয়েই তাঁর সঙ্গে কথা বলব। চরণজিৎ চান্নির সঙ্গে আমার কোনও মতপার্থক্য নেই, একেবারেই না। আমি যা করি তা পঞ্জাবের জন্য। আমি পাঞ্জাবের পক্ষে। পাঞ্জাব আমার আত্মা। এটাই লক্ষ্য।'

সিধু আরও জানিয়েছেন, 'আমি অনেক দিন ধরেই তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী) সঙ্গে বৈঠক করছি। বিগত এক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। প্রথম বৈঠক ছিল পঞ্জাব ভবনে, সেই সময় কথা হয়েছিল প্যানেল (ডিজিপি-র বিষয়ে) আসবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যাপারগুলো মিটে যাবে। এটা ৯০ দিনের সরকার, ৫০ দিন চলে গিয়েছে।'

শান্তিরবাজারে জুয়েলারি দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ নভেম্বর।। রাতের আধাঁরে জুয়েলারী দোকানে চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বেরদল। ঘটনার বিবরনে জানা যায় ,শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ায় বিশ্বজিৎ বনিকের স্বর্ন দোকানে গভীর রাতে হানা দেয় নিশিকেটম্বের দল। আলোর উৎসব দীপাবলিকে নিয়ে যখন সকল অংশের লোকজন আনন্দে মাতোয়ারাহয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে রাত্রিবেলায় চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল।

এই চুরি নিয়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানাযায় উনার দোকানে ৬ টি তালা লাগানো ছিলো। সকালবেলায় এসে দেখতেপায় দোকানে শুধুমাত্র ২ টি তালা রয়েছে যা ভগ্ন অবস্থায় পরেরয়েছে। পরবর্তী সময় দেখতেপায় নিশিকুটম্বের দল দোকানের স্বর্ন অলঙ্কার সহ সমগ্র জিনিষপত্র চুরি করেনিয়েযায়। যারমধ্যে রয়েছে প্রায় আরাই থেকে তিন ভরি স্বর্ন রয়েছে ও প্রায় দের কেজি রূপার জিনিষ রয়েছে বলে জানান দোকানের মালিক। ঘটনা জানাজানির পর দোকানের মালিকের পক্ষথেকে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করাহয়। পূজার রাতে এইধরেনর চুরিতে সমগ্র বাজারের ব্যাবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাজারে পুলিশ টহলদারি থাকাসত্বেও কি করে চুরি সংগঠীত করলো নিশীকুটম্বরদল। এইনিয়ে থেকেযাচ্ছে প্রশ্নচিহ্ন। এখন দেখারবিষয় নিশিকুটম্বের দলকে আটক করতে বাইখোড়া থানার পুলিশ কিপ্রকার পদক্ষেপগ্রহনকরে।

দিল্লির বাতাস ফের দূষিত আতশবাজিকে দায়ী করল আইএমডি

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : দীপাবলির পর ফের দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। শুক্রবার ভোরে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ছিল দিল্লির জনপথ, স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অনেকেই চোখে জ্বালা অনুভব করেছেন, কারও কারও শ্বাসকষ্টও হয়। অক্ষরধাম মন্দিরের কাছে ধোঁয়াশার জন্য সবকিছু অস্পষ্ট ছিল। দীপাবলির পরই দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির বায়ুমণ্ডল। শুধু দিল্লি নয়, রাজধানী সংলগ্ন নয়ডাও এদিন ছিল দূষণের কবলে। এই দূষণের জন্য দীপাবলিতে ফাটানো আতশবাজিকেই দায়ী করেছে আইএমডি। আইএমডি দিল্লির আবহবিজ্ঞানী আর কে জেনামানি জানিয়েছেন, দীপাবলিতে আতশবাজি ফাটানোর পর বাতাসের সামগ্রিক গুণমান খারাপ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা ৩০ নভেম্বরের পর বাড়ানোর প্রস্তাব নেই : এস পান্ডে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): চলতি মাসের পর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব নেই। জানিয়ে দিলেন খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের সচিব সুধাংশু পান্ডে। তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। তাই ৩০ নভেম্বরের পর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার লক্ষ্য হল-দেশের কেউই, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলিকে যাতে কোনওভাবেই খাদ্যসংকটের মুখে পড়তে না হয়। দেশের জন সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই প্রকল্পের আওতাধীন। তাঁদের প্রত্যেককে এই প্রকল্পের আওতায় তাঁদের প্রাপ্যের প্রায় দ্বিগুণ রেশন দেওয়া হয়। কিন্তু, শুক্রবার খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের সচিব সুধাংশু পান্ডে জানিয়েছেন, পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। তাই ৩০ নভেম্বরের পর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব নেই।

কাশ্মীরে হু হু করে নামছে রাতের তাপমাত্রা, ভারী তুষারপাত উপত্যকায়

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে হু হু করে নেমেই চলেছে রাতের তাপমাত্রা। একইসঙ্গে তুষারপাত আরও ঠান্ডা বাড়িয়েছে ভূস্বর্গে। বান্দিপোরা-গুরেজ সড়কে প্রায় ৭ সেন্টিমিটার বরফ জমে যায় শুক্রবার, এর ফলে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়। এছাড়াও মাছিল, কুপওয়ারা জেলার জেড-গালি তাঙধারে তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরের তাপমাত্রা ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আগের রাতেই গুলমার্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৫ দীর্গই সেলসিয়াস। মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় কাঁপছে লেহও। সেখানে দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মাতাবাড়িতে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতি উপজাতি উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেলা ও উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি মঙ্গল আরতিতে অংশ নেন। রাজ্য রাজ্য কল্যাণে মায়ের মন্দিরে এদিন পূজা দেন। বৃহস্পতিবার রাতে ৫১পীঠের একপিঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরে দীপাবলীর উৎসবের শুভ সূচনা হয়।মাতাবাড়ি মায়ের মন্দিরে দীপাবলীর মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর জয়া নীতি দেব,কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক,রাজ্যের কৃষি, পরিবহন ও পর্যটক দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়,মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল, পূর্ণ চন্দ্র দেববর্মা ,বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ সহ গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী সহ অন্যান্যরা ই দিন মায়ের দীঘিতে অর্থাৎ কল্যাণ সাগরে প্রথমে মঙ্গল আরতি করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। পরবর্তীতে কল্যাণ সাগের তিনটি কচ্ছপ মায়ের দীঘিতে ছাড়েন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মায়ের মন্দিরে ৩৭ লক্ষ জনগণের মঙ্গল কামনায় পূজা দেন মুখ্যমন্ত্রী।মায়ের মন্দিরে থাকা শিব মন্দিরেও পূজা দেন মুখ্যমন্ত্রী।পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির শুধু দেশ নয়, বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এ প্রতিমন্ত্রীর ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহন।তিনি বলেন গত বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।বর্তমানে করুণা পুরোপুরি বিদায় না হলেও পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। তা সম্ভব হয়েছে জনগণের সচেতনতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াসে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন উৎসবে শামিল হলেও সকলকে সচেতন ভাবে চলাফেরা করতে হবে। মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আগরতলায় শিববাড়িতে পুরোহিতদের সম্মাননা প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।